রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌
হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.

আল্লাহ্‌প্রেমের সন্ধানে

طریق ولایت

● তরীকে বেলায়েত [ওলী হওয়ার পথ]

তরজমা
মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

আল্লাহ্‌প্রেমের সন্ধানে

❖ তরীকে বেলায়েত (ওলী হওয়ার পথ)

মূল

সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার

বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ

শায়খুল-আরব অল-আজম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌

হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.

তরজমা

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

খলীফায়ে আরেফ্‌বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)

৪৪/২ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৯১৪-৭৩৫৬১৫ ফোন : ৯৫৭৫৪২৮

আল্লাহ্প্রেমের পথে অসংখ্য ছালেকীন, তালেবীন, আবেদীনের সম্মুখে কঠিনতম অন্তরায় হচ্ছে কুদৃষ্টির লা'নতী ব্যাধি ও এশ্‌কে-মাজাযী, তথা অসৎ সম্পর্ক ও অসৎ প্রেম। অঢেল এল্‌ম্, আমল, এবাদত, মোজাহাদা এবং বহু ত্যাগ স্বীকার সত্ত্বেও এক্ষেত্রে নফ্‌ছের কূট-কৌশলের সম্মুখে পরাজিত হয়ে 'আল্লাহ্' থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। নাউযু বিল্লাহ্। আমার প্রিয় মোর্শেদ তাঁর 'কুদৃষ্টি-কুসম্পর্কের ক্ষতি ও প্রতিকার' নামী পুস্তিকায় উক্ত ব্যাধির ভয়াবহ ক্ষতি ও পরিণতি এবং তা থেকে রক্ষার সফল উপায়-উপকরণাদি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

আর 'ওলী হওয়ার চারটি আমল' হলো একটি 'এল্‌হামী মযমূন'। হযরত খুব জোর দিয়ে বলেন, যে-ব্যাক্তি এ চারটি আমল করবে, ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই সে 'আল্লাহ্‌র ওলী' হয়ে যাবে। চারটির মধ্যে একটি হচ্ছে কুদৃষ্টি হতে চোখের হেফাযত। তিনি বলেন, "এই একটি আমলই যে করবে, নিশ্চয়ই সে ছিদ্দীকীনের স্তরের ওলী হয়ে যাবে। কারণ, যে-ব্যাক্তি মহিষের মত ভারী জিনিস বহন করতে পারে, একটি বকরী-ছানা কি সে বহন করতে পারবেনা? তদ্রূপ, এ যুগে কুদৃষ্টির মত কঠিনতম গুনাহ্ যে বর্জন করতে পারবে, নিশ্চয়ই সে অন্যান্য গুনাহ্ সমূহও বর্জন করে দিয়ে নির্ঘাত ওলীআল্লাহ্ হয়ে যাবে।"

খোদা-অন্বেষীদের সুবিধার্থে ও উপকারার্থে পুস্তিকা তিনটিকে আমরা 'একত্রে' প্রকাশ করলাম। বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনটির যৌথ নামকরণ করা হলো 'আল্লাহ্প্রেমের সন্ধানে।'

আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয়দের বরকতে কবূল করুন এবং উপকারী করুন। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন
খানকাহ্ এমদাদিয়া আখতারিয়া,
গুলশান-এ-আখতার
৪৪/৬, ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া,
ঢাকা-১২০৪

তারিখ ঃ
২৯ রবীউচ্ছানী ১৪২৭ হিঃ
২৮ মে ২০০৬ ইং

طریقِ ولایت

তরীকে বেলায়েত

ওলী হওয়ার পথ

মূল ঃ

সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার
বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ
রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌

হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব

দামাত বারাকাতুহুম, করাচী

তরজমা ঃ

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

খলীফায়ে আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব
খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)
৪৪/২ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২২৭৭৪৬

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বয়ানের পূর্বে বয়ান

বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

প্রতিবৎসরের ন্যায় জুমাদাল-ঊলা ১৪১৪ হিজরী সনে জামেআ আশরাফিয়া ফিরোজপুর রোড লাহোরে মজলিসে ছিয়ানাতুল-মুসলিমীনের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ২৩ জুমাদাল-ঊলা, ৩০ অক্টোবর ১৯৯৩ ইং রোজ শনিবার আছরের পর বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত্ বারাকাতুহুম এক গুরুত্বপূর্ণ বয়ান রাখেন। এতে তিনি মোত্তাকী ও ওলীআল্লাহ বা আল্লাহ্‌প্রেমিক হওয়ার জন্য আল্লাহর ওলীদের সান্নিধ্য ও সংসর্গের গুরুত্ব দলীল-প্রমাণাদি সহকারে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও জোরালো ভাষায় তুলে ধরেন। সেইসাথে তিনি ইহাও তুলে ধরেন যে, তরীকত প্রকৃতপক্ষে সুন্নত ও শরীঅতেরই পথ। শরীঅত ও তরীকত পরস্পর অভিন্ন জিনিস। একটি থেকে আরেকটিকে পৃথক করা যায় না। আল-হামদু লিল্লাহ্, হযরতের সেই বয়ানই কিতাব-আকারে প্রকাশিত হওয়ার পর অত্যন্ত উপকারী বিবেচনা করে বাংলাভাষায় তার অনুবাদ প্রকাশের তওফীক হচ্ছে।

হযরতের মূল ভাষণের পূর্বে হযরতেরই লেখা আল্লাহর মহব্বত ও মা'রেফাতে পরিপূর্ণ একটি কবিতা পড়ে শুনানো হয়। সেই প্রসঙ্গে হযরত কিছু মূল্যবান কথাও পেশ করতে থাকেন। নিম্নে তাও উদ্ধৃত হলো ঃ

এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য আল্লাহর মহব্বত ও মা'রেফাতে অগ্রগতি লাভ, আত্মসংশোধন, গুনাহ্ বর্জনের তওফীক অর্জন এবং প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহ্‌পাকের সাথে সুদৃঢ় সম্বন্ধ গড়ে তোলা। আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) এ মহৎ উদ্দেশ্যেই এই মজলিস কায়েম করেছেন এবং বলেছেনঃ

এখন হতে তাযকিয়ায়ে-নফ্‌ছ (বা আত্মশুদ্ধি)-এর শাখার খেদমতের জন্য আমার জীবনকে আমি ওয়াক্‌ফ করতেছি।

এখন আমার বয়ান হবে। বয়ানের আগে আমার লেখা নসীহতপূর্ণ একটি কবিতা শ্রবণ করুন। ইন্‌শাআল্লাহ, এর মধ্যে তাসাওউফের রূহ্ অনুভব করবেন। আমার কবিতা কি ধরণের, কি প্রকৃতির, তা বুঝানোর জন্য আমি বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ্ ফযলুর রহ্‌মান গান্‌জ্ মুরাদাবাদী (রঃ)-এর তিনটি ছন্দ পেশ করতেছি, যাতে আপনারা গভীর মনোযোগ ও মহব্বতের সাথে আমার কবিতাটি শ্রবণ করেন।

হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) তাহাজ্জুদের সময় এই তিনটি ছন্দ পাঠ করতেন ঃ

ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان
بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم

কখন তিনি আসবেন, কখন এসে অধীনের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করবেন, উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে এই ধ্যানই অন্তরে লেগে থাকে।

আসবে কখন প্রিয় আমার
এই বুকেতে, এই প্রাণেতে।
উঠতে-বসতে হাটতে-চলতে
সেই ধ্যানে, সে অপেক্ষাতে।

ایک بلبل ہے ہماری راز داں
ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم

এক বুলবুল আছে যে আমার ভেদ বুঝে। আমার বুকের ঘা, আমার প্রাণের ব্যথা আমি তাকে ব্যতীত আর কাউকে বলিনা, আর কাউকে দেখাইনা। তাই, অপেক্ষায় থাকি এবং কাছে পেলে প্রাণের ঘা ও মনের ব্যাথা তাকে দেখাই এবং তাকেই বলি। হাঁ, তাকে পাওয়ার চিন্তায় ও ব্যথায় যারা জর্জরিত, আল্লাহ্‌র সেই আশেকদেরকে দেখলেও মন উথলে উঠে মনের ভেদ ও ব্যথার কাহিনী শুনানোর জন্য। কারণ, ব্যথার মর্ম সমব্যথীই বুঝতে পারে। যে সমব্যাথী না, ব্যথার বাণী তাকে শুনানো বৃথা।

কি যাতনা বিষে
বুঝিবে সে কিসে
কভু আসি বিষে
দংশেনি যারে।

তাই আল্লাহ্‌র প্রেমিকদের কোন মজলিস, কোন মাহফিল দেখলে প্রাণ খুলে কিছু বলতে ইচ্ছা হয়। মাওলানা বলেন—

ایک بلبل ہے ہماری راز داں
ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم

এক বুলবুল আছে আমার মনের ব্যথা বুঝে
ব্যথিত মন পেলে তারে উথলে উথলে উঠে।

তৃতীয় ছন্দটি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন ঃ

شاعری مد نظر ہم کو نہیں
واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم

কবিত্ব আমার পেশা নয়, কবিতা বলা বা লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমার এরাদা-এখতিয়ারের বাইরে আল্লাহ্‌র তরফ হতে অন্তরে আল্লাহ্‌র মহব্বত ও মা'রেফাতের যে সকল কথা আসে, তা-ই আমি লিখি। (অন্তরের ঐসব কথাকে এল্‌হাম বা ওয়ারেদাত্‌ বলে।)

কবিত্ব মোর পেশা নহে, নহে ইহা মেকী,
অন্তরে যা ঢালেন প্রিয়, হস্তে তাহা লিখি।

মা'রেফাত ও মহব্বতের একটি কবিতা ও ব্যাখ্যা

এখন আমার কবিতাটি শুনুন। ইনশাআল্লাহ, এতে এই মজলিসের আসল প্রাণ ও নির্যাস অনুভব করবেন। (অতঃপর হযরতেরই মুরীদ জনাব কবি তায়েব সাহেব বড় সুমধুর কণ্ঠে কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। মাঝে মাঝে হযরত কোন কোন ছন্দের ব্যাখ্যাও পেশ করতে থাকলেন।)

جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں
وہ شب و روز ہے گلستاں میں

আয় আল্লাহ! এই পৃথিবীতে যে বান্দার উপর আপনি সন্তুষ্ট, দিবারাত সে এক অদৃশ্য ফুলবাগানে বিচরণ করতেছে। আপনার অসন্তোষের দরুন যিল্লত ও অশান্তির যে অসংখ্য কাঁটা নাফরমানকে ঘিরে ফেলে, তা থেকে সে মুক্ত থাকে এবং শান্তি, ইয্‌যত ও সন্তুষ্টির কল্যাণে ভরপুর এক ফুলের মত জীবনের অধিকারী থাকে।

খুশী তুমি যাহার উপর
প্রভু দয়াল যাত্‌
ম্‌স্‌ত সেজন ফুলবাগানে
নিত্য দিবারাত।

এর ব্যাখ্যা শুনে নিন। অর্থ্যাৎ যে বান্দা এই যমীনের উপর আল্লাহ্‌কে খুশি রাখে, নিজের খুশি ও সন্তুষ্টির বিষয়গুলিকে আল্লাহ্‌র জন্য কোরবান করে, আল্লাহ্‌র জন্য বিসর্জন দেয়, অর্থাৎ মনের কুচিন্তা, কুখেয়াল, কুখাহেশগুলিকে যে ভিতরেই মেরে ফেলে – আল্লাহ্‌পাক তাকে সন্তুষ্ট ও আনন্দচিত্ত রাখার যিম্মাদারী গ্রহণ করেন।

ফলে. যমীনের উপর সর্বদাই সে খুশী ও আনন্দের মধ্যে ডুবে থাকে।

دیکھ کر میرے اشک ندامت
ابر رحمت کی بارش ہے جاں میں

আমি যখন আমার ভুল-চুকের জন্য লজ্জায়-অনুশোচনায় আল্লাহ্র সম্মুখে কাঁদি, তখন আমার চোখের পানি দেখে আল্লাহ্র রহ্মতের মেঘমালা আমার অন্তরে বৃষ্টি বর্ষণ করে।

কান্দি যখন সম্মুখে তার
লজ্জাভরা মনে
শীতল করে দগ্ধ মরমঁ
দয়ার বরিষণে।

آپ کا سنگ در اور مرا سر
حاصل زندگی ہے جہاں میں

আয় আল্লাহ্! আপনার সম্মুখে মাথা নত করাই আমার জীবনের আসল কাজ এবং আসল সাফল্য। আপনার দুয়ার ও আমার মাথা, ইহাই জীবনের মর্মকথা।

এই জীবনে আসল ব্রত, আসল চন্দ্র-তারা
তোমার দ্বারে, তোমার পায়ে শির-আনত করা।

আমার এই ছন্দের ব্যখ্যায় মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ)-এর একটি ছন্দ পেশ করতেছি। তিনি বলেন —

خوشتر از ہر دو جہاں آنجا بود
کہ مرا باتو سر و سودا بود

আয় খোদা, উভয় জগতের চেয়ে যমীনের ঐ টুকরা আমার নিকট বেশী প্রিয় এবং বেশী দামী যেখানে আমি আপনার সম্মুখে মস্তক রাখতে পারি। অর্থাৎ যেই যমীনের উপর আপনাকে স্মরণ করার তওফীক হয় সেই যমীন আমার নিকট উভয় জগতের চেয়ে বেশী উত্তম ও বেশী প্রিয়।

سارے عالم کی لذت سمٹ کر
آ گئی ہے ترے آستاں میں

আয় আল্লাহ্! তোমার চৌকাঠে যখন মাথা রাখি, এতে আমি এত মজা পাই, যেন সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত স্বাদ-মজা এখানে এসে একত্রিত হয়েছে।

একবার হযরত মাওলানা শাহ্ ফযলুর রহমান গান্জ্-মুরাদাবাদী (রঃ) হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ)-কে বললেন, মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব, শুনুন। যেহেতু আপনি আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ লোক, সেজন্য আপনাকে বলতেছি। যখন আমি সেজদা করি এবং ছুব্হানা রাব্বিয়াল আ'লা বলি, তখন আমি এমন এক স্বাদ ও আনন্দ পাই যেন আল্লাহ্পাক আমাকে আদর করতেছেন, যেন তিনি বড়ই পেয়ার ও মহব্বতে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেছেন।

বস্তুতঃ যে ব্যক্তি এই পৃথিবীর মধ্যকার সর্বপ্রকার স্বাদ-মজার স্রষ্টা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে, সে যখন সেজদার মধ্যে আল্লাহ্র চৌকাঠে মাথা রাখে, সমগ্র পৃথিবীর সব রকমের লয্যত সে ঐ এক সেজদার মধ্যেই পেয়ে যায়।

সিজদা মাঝে তোমার পায়ে মস্তক আমার পড়া
দোজাহানের তৃপ্তি পেয়ে আমি আত্মহারা।

لذت ذکر حق اللہ اللہ
اور کیا لطف آہ وفغاں میں

আল্লাহ্পাকের যিকিরের মধ্যে সুবহানাল্লাহ, কী স্বাদ, কি মজা। এবং কি এক শান্তি, কি এক তৃপ্তি লাগে আল্লাহ্পাকের সম্মুখে কান্না-কাটির মধ্যে, কাকুতি-মিনতির মধ্যে এবং তাহার সম্মুখে ফরিয়াদ ও বেদনা প্রকাশের মধ্যে।

আল্লাহ্ নামের যিকিরে ভাই
কি মজা, কি নেশা
কিযে মধুর রোদন-বেদন
নাই কো বলার ভাষা।

کیا کہوں قرب سجدہ کا عالم
یہ زمیں جیسے ہے آسماں میں

সিজদার মধ্যে কত যে নৈকট্য, কত যে নিবিড়তা আমি অনুভব করি, সেকথা আমি কিভাবে প্রকাশ করবো ? মনে হয় যেই যমীনের উপর আমি সিজদা করতেছি সেই যমীন এখন এ যমীনে নয়, সেই যমীন আসমানের উপরে। সেখানে আমি মস্তক অবনত করে আল্লাহ্র সম্মুখে পড়ে আছি। যেমন হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযূব (রঃ) বলেছেন --

اگر سجدہ میں سر رکھ دوں
زمیں کو آسماں کر دوں

সিজদার মধ্যে মাওলাপাকের আমি এত নিবিড় সান্নিধ্য ও নৈকট্য অনুভব করি যে, যখন আমি সিজদায় মাথা রাখি, যমীনকে আমি আসমান বানিয়ে দিই।

সিজদা মাঝে তাকে আমি
এতো কাছে পাই
মাটিতে নয় মাথা যেন
আরশ পরে ভাই।

برق گرنا مگر رخ بدل کر
آہ سنتا ہوں میں آشیاں میں

হে আকাশের বজ্র, যমীনের দিকে আসতে হলে তুমি তোমার রোখ পরিবর্তন করে নিও। কারণ, আমার হৃদয়ের মধ্যে আমি মাওলার হুযুরে ফরিয়াদ ও বেদনার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। যদি তুমি আমার দিকে রোখ কর, তবে বেদনার সেই আগুন তোমাকে ভস্মীভূত করে দেবে।

درس تسلیم و خون تمنا
ہے نہاں عشق کی داستاں میں

আল্লাহ্‌র আশেকদের জীবনের পথে পথে এবং পাতায় পাতায় একটি শিক্ষাই অনুসৃত ও প্রতিফলিত হয়েছে, আর তা হলো আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্যীর সম্মুখে সম্পূর্ণ অবনতশির থাকা এবং যে সকল কামনা-বাসনা আল্লাহ্‌কে পাওয়ার পথে অন্তরায়, মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঐ সকল কামনা-বাসনাকে কঠোর ভাবে দমন করা।

মনের মোহ ত্যাগ করিয়া
মনমোহনের সাথে,
বাধঁতে হবে প্রেমোডুরি
দিবায় এবং রাতে।
সুখে-দুঃখে মর্যী তাহার
শিরোধার্য করি
গড়তে হবে প্রিয় সনে
মধুর প্রেমনগরী।

এ ছন্দটির ব্যাখ্যা করা খুবই জরুরী। কারণ, যারা আল্লাহ্‌পাকের এশ্‌ক্ ও মহব্বতের রাস্তায় আছে তাদের পক্ষে এবাদত করা আসান, তাহাজ্জুদ পড়া আসান, হজ-ওমরা আসান, বুযুর্গদের সোহ্‌বতে থাকা আসান, (দ্বীনের রাস্তায় সময় লাগান আসান,) কিন্তু গুনাহ্ ত্যাগ করা মুশকিল মনে হয় এবং এ ব্যাপারে দ্বিধা-সংকোচের মধ্যে পড়ে যায়। তাই, এ ছন্দের মধ্যে সে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌পাক যে সকল কাজকে হারাম করেছেন, মনের যে সকল

মোহ-মায়া, কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্পাক তার অসন্তুষ্টির কারণ বলে তা বর্জন করতে বলেছেন, যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে সকল দ্বিধা-সংকোচের উর্ধে উঠে অবশ্য-অবশ্যই তা পরিহার করতে হবে। এবং আল্লাহ্কে খুশি করার জন্য হিম্মতের সাথে আল্লাহ্র সেই হুকুমের সামনে মাথা পেতে দিতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য মনের হারাম খাহেশাত, হারাম চাহিদা, হারাম ইচ্ছা-আকাংখা বিসর্জন দিবে, যতই সুন্দর ছেলে কিংবা সুন্দরী মেয়ে সামনে আসুকনা কেন, অন্তর যতই তার জন্য অস্থির হয়ে উঠুকনা কেন, মনের প্রবল তাকাযা, প্রবল আকর্ষণ স্বত্ত্বেও যখন সে তাকওয়ার উপর থাকবে, দৃষ্টিকে সংযত রাখবে, গুনাহ্ থেকে বিরত থাকবে। এভাবে যখন বারবার মনের নাজায়েয কামনা-বাসনা সমূহকে হত্যা করতে থাকবে, সেই কোরবাণীর অদৃশ্য লাল রক্তে তার হৃদয়ের আকাশ লাল হতে থাকবে । এক সময় সেই রক্তের ধারায় হৃদয়ের সম্পূর্ণ আকাশই লাল আর লাল হয়ে যাবে। ফলে, যেভাবে সকাল বেলা রক্তলাল পূর্ব আকাশে আল্লাহ্পাক সূর্য উদিত করেন, তদ্রুপ তাঁর আশেকদের গুনাহ্ ত্যাগের সাধনা ও কোরবানীর রক্তে লাল ঐ হৃদয়ের আকাশে আল্লাহ্র মহব্বতের, আল্লাহ্র মারেফাতের, আল্লাহ্র সঙ্গে নেছ্বত ও নৈকট্যের এক নূরের সূর্য উদিত করেন।

রক্তরাঙা পূর্ব-আকাশে
দিনের সূর্য ভাসে
রক্ত-রাঙা প্রমিক প্রাণে
প্রেমের সূর্য হাসে।

لذت قرب بے انتہا کو
کس طرح لائے اختر زباں میں

আল্লাহ্পাকের সাথে এক অনন্ত সম্পর্ক ও নৈকট্যের যে এক অনন্ত-অসীম স্বাদ ও লয্যত অনুভূত হয়, সেই অনন্ত লয্যতকে সীমাবদ্ধ ভাষার দ্বারা অধম আখতার কিভাবে প্রকাশ করবে ?

আল্লাহ্ প্রেমের অনন্ত স্বাদ
অন্তরে যা চাখি,
অনন্ত সেই মধুর জাহান
ভাষায় কেম্নে আঁকি ?

(অতঃপর হযরত তাঁর মূল বয়ান আরম্ভ করেন যা নিম্নে পেশ করা হলো।)

তরীকে-বেলায়েত

(ওলীআল্লাহ্ হওয়ার পথ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ وَقَالَ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী!

আল্লাহ্পাক স্বীয় বান্দাদেরকে আপন (বেলায়েত বা) দোস্তি ও বন্ধুত্বের মুকুট দান করার উদ্দেশ্যে তাক্ওয়া ফরয করেছেন। (তাক্ওয়া অর্থ, সর্বপ্রকার গুনাহ্ বর্জন করে নিজে আল্লাহ্র হয়ে থাকা।)

আমার মোর্শেদ হযরত শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (রঃ) বলতেন, আল্লাহ্পাক যদি ইচ্ছা করতেন তবে এই দুনিয়াতে পাঠানোর পূর্বে আলমে-আরওয়াহে বা রূহের জগতেও তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে ওলীআল্লাহ বানিয়ে দিতে পারতেন। অথচ, তা না করে কেন তিনি তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে রোযা-নামাযের ও গুনাহ্ সমূহ থেকে বেঁচে থাকার কষ্টকর দায়িত্বের মধ্যে ফেলে দিলেন ? এর উত্তরে তিনি বলতেন, যে সকল আসবাব ও উপকরণাদির সাহায্যে 'বেলায়েত' (বা আল্লাহ্র সঙ্গে বন্ধুত্ব) অর্জিত হবে, বেলায়েতের (বন্ধুত্ব লাভের) সেই আসবাব ও উপকরণাদি সেখানে ছিল না। সেখানে তো শুধু রূহ্ ছিল, দেহ ছিল না, দেহের কোন অংশও ছিলনা । সেখানে মাথা ছিল না যা দ্বারা সিজ্দা করে আল্লাহ্পাকের বন্ধুত্ব লাভের চেষ্টা করা হবে। তাই, এখানে তিনি সিজদা করার জন্য যমীনও দান করেছেন এবং মাথাও দান করেছেন। যমীন ও মাথা দান করে অতঃপর তিনি হুকুম করেছেন, হে আমার বান্দা, আমার দেওয়া এই মাথা যমীনের উপর রেখে আমি-মাওলাকে সেজদা কর। তিনি পা দান করেছেন এবং বলেছেন, বান্দা, (আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য, আমার দোস্তি হাসিলের জন্য) আমার ঘর মসজিদে যাও। তিনি হাত দিয়েছেন এবং বলেছেন, বান্দা, আমার কাছে এই হাত পাত, এই হাত দিয়ে আমার কা'বার গেলাফ ধর। আল্লাহ্পাক চক্ষু দান করেছেন এবং চোখের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। অতঃপর বলেছেন, বান্দা, আমার দেওয়া এই চোখ ও দৃষ্টিশক্তিকে হালাল স্থানে ব্যবহার

প্রকাশক
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনীর পক্ষে
অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
(মাকতাবা হাকীমুল উম্মত)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।

খানকাহ চিশতিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়া
ইয়াদগার খান্‌কায়ে হাকীমুল উম্মত
৪৪/৬ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
০১৭১৬৩৭২৪১১, ০১৯৩৬৯০০৭৮৫

মুদ্রণকাল
জুমাদাল উলা ১৪২৭ হিজরী
জুন ২০০৬ ঈসায়ী

সর্বস্বত্ব হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা মাত্র

ALLAHPREMER SONDHANE
by Mowlana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Sb. Translated by Mowlana Abdul Matin bin Husain.

করবে। নিষিদ্ধ স্থানে, আমার অসন্তুষ্টির স্থলে দৃষ্টিকে সংযত ও বিরত রাখার কষ্ট সহ্য করতে থাকবে। কষ্ট হলেও চোখের হেফাযত করবে। আমার ওলী যখন হতে চাও, তবে আমার রাস্তায় কিছু কোরবানী তো পেশ কর।

অনুরূপ আল্লাহ্পাক গাল দান করেছেন দাড়ি রাখার জন্য ; (দাড়ি রেখে আল্লাহ্র নবীর নূরে চেহারাকে উজ্জ্বল করার জন্য। এবং কাল-কিয়ামতে সেই দাড়ির নূরে নূরান্বিত চেহারা নিয়ে প্রিয় নবীর সাথে সাক্ষাত করে নবীর চক্ষু শীতল করার জন্য, নবীর প্রাণকে খুশী করে দেয়ার জন্য। ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)। কিন্তু আফসোস! আজকাল অধিকাংশ লোকেরা সেই প্রিয় দাড়ির নূর থেকে গাল ও চেহারাকে খালি করে রাখে। ইনশআল্লাহ, কোন মওকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আপাততঃ শুধু এতটুকুই বলতে চাই যে, ইমাম আবূহানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল, ইমাম মালেক (রাহিমাহুমুল্লাহু তা'আলা)-চার মাযহাবেরএই চার ইমামের প্রত্যেকেরই নিকট এক মুষ্টি-পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব। গালের ডান দিকে, বাম দিকে এবং থুতনীর নীচে--তিন দিকেই এক মুষ্টি-পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব।

এই সুন্নত তরীকা মোতাবেক দাড়ি রেখে কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক দাড়িওয়ালা বান্দা আল্লাহ্পাকের দরবারে সানন্দচিত্তে হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযূবের এই প্রিয়-ছন্দটি পেশ করার মওকা পাবে--

ترے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں
حقیقت اس کو تو کردے میں صورت لے کے آیا ہوں

অর্থঃ হে আল্লাহ, তোমার প্রিয়জনের সাথে এই একটুখানি মিল (সাদৃশ্য) সাথে নিয়ে তোমার দরবারে হাযির হয়েছি। হে আল্লাহ, তোমার পরম-প্রিয়র সঙ্গে আমার এই সাদৃশ্য আসল ও উপযুক্ত মানের না হলেও দয়া করে ইহাকে তুমি আসলের মানে, আসলের মূল্যে গ্রহণ কর। নবীজীর খাঁটি অনুসারী, খাঁটি সাদৃশ্যওয়ালা বান্দার সঙ্গে তুমি যেরূপ ব্যবহার কর, 'এই সূরত' নিয়ে এসে তোমার কাছে আজ সেই ব্যবহারই আমি প্রত্যাশা করি।

এসেছি প্রভু তোমার দ্বারে তোমার প্রিয়র ছূরত ধরে
নয় যদিবা খাঁটি তবু, নাওগো হাতে খাঁটির দরে।

হাঁ, তবে, অনেকেরই যে মনের সাধ গালটা একেবারে খালী রাখার, বেহেশতের মধ্যে সেই সাধও আল্লাহ্‌পাক পূর্ণ করে দিবেন। স্বয়ং রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন --

يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِيْنَ
اَبْنَاءَ ثَلَاثِيْنَ اَوْ ثَلَاثٍ وَّثَلَاثِيْنَ

বেহেশত লাভকারী বান্দারা যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে তখন তাদের চেহারায় দাড়ি-গোঁফ কিছুই থাকবে না। না সেখানে কোন নাপিতের দোকান থাকবে, না কোন ব্লেড বা ক্ষুর-কাঁচির প্রয়োজন হবে। কুদরতীভাবে তাদের দেহ মাথার চুল ছাড়া অন্যান্য বাড়তি পশম হতে মুক্ত থাকবে। যৌবনে পদার্পণকারী তরুণের মত সুন্দর সুগঠিত ও কান্তিময় অবয়ব হবে তাদের সকলের । কুদরতী ভাবে তাদের চক্ষুগুলো থাকবে সুরমা-মাখা । সকলেই হবে ত্রিশ-তেত্রিশ বৎসর বয়সের যুবকদের মত যৌবনদীপ্ত, পরিপূর্ণ যৌবনের অধিকারী।

যাক, আমি বলতেছিলাম, আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তাক্‌ওয়া অর্জন করার জন্য। অতএব, যে ব্যাক্তি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে না, নাফরমানী থেকে দূরে থাকবে না, সে মুসলমান থাকবে বটে, কিন্তু নাফরমান মুসলমান। এই অবস্থায় মৃত্যু আসলে সে মোত্তাকী ও ওলীআল্লাহ হয়ে মরবেনা রবং নাফরমান হিসাবে মরবে। তাই আমাদের প্রত্যেককে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা আল্লাহ্‌র দোস্ত ও প্রিয়পাত্র হয়ে মরতে চাই, নাকি নাফরান মুসলমান হয়ে ?

বুযুর্গদের সোহ্বতের বরকতে তাক্ওয়ার রাস্তা সহজ ও মধুর হয়ে যায়

অনেকেই হয়তঃ প্রশ্ন করবেন যে, তাক্ওয়ার পথ অর্থাৎ গুনাহ বর্জন করে চলার পথ তো খুব কঠিন মনে হয়। তদুত্তরে আমি একটি মূল্যবান কথা শুনাচ্ছি। আমার মোর্শেদ শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরী (রঃ) বলতেন ঃ মিয়া হাকীম আখতার, বাহ্যিক ভাবে আল্লাহ্পাকের রাস্তা যদিও খুবই কঠিন মনে হয়, কিন্তু যখন কোন আল্লাহ্ওয়ালার হাতে হাত দিবে, কোন আল্লাহ্ওয়ালার হাতের পরশ তোমার হাতে লাগবে, সেই হাতের বরকতে তাক্ওয়ার রাস্তা, তরীকতের রাস্তা, বেলায়েত বা আল্লাহ্র সাথে বন্ধুত্বের রাস্তা, আল্লাহ্কে পাওয়ার এই রাস্তা তখন যে শুধু সহজই হয়ে যাবে তা নয়, বরং অতি মধুর এবং অতি মজাদারও হয়ে যাবে। আল্লাহ্র ওলীর রবকতে এই রাস্তা তখন খুব সহজও লাগে, খুব আরামদায়ক এবং আনন্দদায়কও লাগে। এপথে দেখবে সর্বদা এক স্বর্গীয় শান্তি, এক অপার্থিব স্বাদ ও তৃপ্তি। যেই কথা এ ছন্দের মধ্যে তুলে ধরেছেন হযরত খাজা আযীযুল হাসান-মজযূব (রঃ)--

مجھے سہل ہو گئیں منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے
ترا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے

অর্থ ঃ হে মোর্শেদ! হে আল্লাহ্র ওলী! আপনার হাতের পরশ লাগার ফলে, আপনার সাথে অধীনের রূহানী সম্পর্ক লাভের পর থেকে কি যে বিস্ময়কর ভাবে আমার জীবনের মোড় পরিবর্তন হয়ে গেলো। আপনার সম্পর্কের নূরানী পরশ হাওয়ার গতিই পাল্টে দিয়েছে। যা ছিল অতি কঠিন, তা আজ অতি সহজ লাগতেছে। যেখানে ছিল শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার, সেখানে আমি আজ শুধু আলো আর আলো দেখতে পাচ্ছি। আমি অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে এক আলোর পৃথিবীতে প্রবেশ করেছি।

সহজ লাগিতেছে মনযিল অতি
বদ্লে গিয়েছে হাওয়ারও গতি
তোমার হাতের পরশ লভিতেই
জ্বলিতেছে পথে বাতি আর বাতি।

কারো হাত যদি আল্লাহ্‌র কোন প্রিয়পাত্রের হাতের পরশ পেয়ে যায়, তাহলে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। নফ্‌স্‌ ও শয়তান তার উপর আর রাজত্ব চালাতে পারে না, প্রভুত্ব খাটাতে পারে না। এবং তাক্‌ওয়া অর্জন ও গুনাহ্‌ বর্জন তার পক্ষে আসান হয়ে যায়।

তাই আল্লাহ্‌পাক স্বীয় পবিত্র কোরআনে বলছেন--

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয়-ভক্তি করে চল এবং (এই ভয়-ভক্তি অর্জনের জন্য) খাঁটি বান্দাদের সঙ্গে থাক, তাদের সাহচর্য লাভ কর।

আল্লাহ্‌পাক এই আয়াত শরীফে এক অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র প্রদান করে বলে দিয়েছেন যে, হে দুনিয়ার মানুষ, হে জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা, যেভাবে তোমরা দেশী আমকে লেংড়া-আমের কলম দ্বারা লেংড়া আমে পরিণত কর ; যেভাবে লেংড়া-আমের কলমের সংস্পর্শে থেকে দেশী আম অতি দামী লেংড়া-আমে রূপান্তরিত হয়, তদ্রুপ, তোমরা যদি আমার খাছ বান্দাদের সোহ্‌বতে-সংস্পর্শে থেকে তোমাদের দেশী-দিল্‌কে (বিপথগামী দিল্‌কে) আমার ঐ খাস-বান্দাদের আল্লাহ্‌মুখী দিলের সাথে যুক্ত করে নিতে পার, তাহলে এর বরকতে তোমাদের দেশী-দিল তথা আল্লাহ বিমুখ-দিলকে আমি আল্লাহ্‌মুখী করে দিব, আল্লাহ্‌ওয়ালা বানিয়ে দিব। আর যেভাবে লেংড়া-আমের কলমের সংযোগের ফলে দেশী-আম লেংড়া আম হয়ে যায় এবং দেশী আমের নাম বদ্‌লে যায়, দাম বদ্‌লে যায়, গুণ (স্বাদ) বদ্‌লে যায়, তেমনিভাবে আল্লাহওয়ালা কামেল লোকদের সোহ্‌বতের (সংসর্গের) বরকতে গাফেল-নাফরমান দিল পরিবর্তন হয়ে আল্লাহওয়ালা-কামেল দিলে পরিণত হয়ে যায়। তখন তার নাম বদ্‌লে যায়, দাম বদ্‌লে যায় এবং গুণ বদ্‌লে যায়। সেই গুণের কথা আমি কিভাবে বর্ণনা করবো? বস্‌, শত-শত দিল ঐ দিলের বরকতে আল্লাহ্‌ওয়ালা বনে যায়, শত-শত মানুষ ঐ মানুষটির সাথে উঠা-বসার ফলে আল্লাহ্‌কে পেয়ে যায়, আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ্‌র ওলীদের সোহ্‌বত ব্যতীত নিছক মোজাহাদা (মেহনত ও সাধনা) যথেষ্ট নয়

অনুরূপ, তিল যত মোজাহাদাই করুক না কেন, অর্থাৎ তিলের উপর দিয়ে যত ঘষা-মাজাই যাকনা কেন, ঘষে-ঘষে যতই ওর ভূষি ছাড়ানো হোকনা কেন এবং ঘানির মধ্যে ওকে যতই পেষা হোকনা কেন, এত সব মোজাহাদা করা সত্ত্বেও, এত-এত কষ্ট ও কোরবাণী স্বীকার করা সত্ত্বেও সেই 'তিলের তেলই' থেকে যাবে, রওগনে-গুল বা 'ফুলের তেল' সে কিছুতেই হতে পারবে না। কারণ, সে ফুলের সোহ্‌বতে (সংস্পর্শে) থাকেনি। হাঁ, খোসা ছাড়ানোর মেহনত শেষে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যদি তাকে খোশবূদার ফুলের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়, তাহলে সে আর সামান্য মূল্যের তিলের তেল থাকবেনা, বরং রওগনে-গুল বা ফুলের তেল হয়ে যাবে। তখন বড় বড় রাজা-বাদশারাও তার কদর করবে।

যে সকল মানুষ আল্লাহ্‌র ওলীদের থেকে দূরে দূরে থেকে বিভিন্ন ভাবে মেহনত-মোজাহাদা করতেছেন, তাদের হুশে আসা উচিত, তাদের ভুল ভাঙ্গা উচিত এবং তাদেরকে কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা বুযুর্গের সম্পর্ক ও সংস্পর্শ লাভ করা উচিত, যাতে তারা রওগনে-গুল (ফুলের তেল) হতে পারেন, যাতে সেই আল্লাহ্‌প্রেমিকদের হৃদয়-ফুলের সংস্পর্শের বরকতে তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র মহব্বতের খোশবু পয়দা হতে পারে। অন্যথা, লক্ষ মেহনত-মোজাহাদা সত্ত্বেও তারা 'তিলের তেলই' থেকে যাবেন। অর্থাৎ ওলীআল্লাহ্ হতে পারবেন না।

(এখানে মনে রাখা দরকার যে, মেয়েদের ওলীআল্লাহ্ হওয়ার জন্য বা আত্মগঠনের জন্য কোন পীরের সরাসরি সংস্পর্শে যেতে হবে না। বরং স্বামী বা কোন মাহ্‌রাম পুরুষের মাধ্যমে অথবা পত্র মাধ্যমে স্বীয় পীরকে নিজের ভাল-মন্দ অবস্থাদি জানাতে থাকবে। অতঃপর পীর যেভাবে চলার জন্য পরামর্শ দেন সেভাবে কাজ করবে। সকল গুনাহ্ বর্জন করে চলবে। পীরের পরামর্শ অনুযায়ী প্রত্যহ কিছু যিকির করবে। এবং সুন্নত-শরীঅত মোতাবেক জীবন যাপন করবে। তাহলে পুরুষগণ পীরের সংসর্গে গিয়ে যা অর্জন করে, মেয়েরা ঘরের মধ্যে থেকেও ঐ সবকিছুই পেয়ে যাবে। উম্মতের কোন না-মাহ্‌রাম মেয়েকে দেখা, স্পর্শ করা বা না-মাহ্‌রাম মেয়েলোকের সাথে নির্জনে অবস্থান করা স্বয়ং নবীর জন্যও জায়েয ছিল না। পীর ত

নবীর গোলাম। তাই, পীরকে নবীর খাঁটি অনুসারী হতে হবে। নতুবা সে পীর নয় বরং গোমরাহ, ধোকাবাজ, শয়তানের চেলা। এরূপ কোন ভণ্ড পীরের ফাঁদে পড়ে থাকলে তাকে বর্জন করা ফরয। অন্যথা, দুনিয়া-আখেরাত সব বর্‌বাদ হবে। পীর-মুরীদ উভয়ই খোদার লা'নত ও গযবের শিকার হবে।

প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম জীবনে কোন দিন কোন ভিন্ নারীর হাত বা দেহের কোন অংশ স্পর্শ করেন নাই। মেয়েদের হাতে হাত রেখে বা দেহের কোন অংশ স্পর্শ করে বায়আত করা সম্পূর্ণ হারাম। এরূপ করলে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর দৃষ্টিতে সে যিনাকারী বলে গণ্য হয়। (নাঊযুবিল্লাহ্!)

পীর যদি মুখে বলে দেন বা লিখে দেন যে, আমি অমুককে বায়আত করে নিলাম, বস্, ইহাই যথেষ্ট। বেশী-ছে বেশী এতটুকু করা যায় যে, মেয়েরা পর্দার ভিতরে থাকবে, আর পীর বাইরে বসবেন। তাঁর হাতে লম্বা রুমাল বা কাপড়ের এক মাথা ধরা থাকবে, অপর মাথায় মেয়েরা ধরবে। এমতাবস্থায় মছ্‌নূন খোৎবা পড়ে বায়আত করে নিবেন। মেয়েরা বিনা আওয়াযে পীরের সাথে সাথে বায়আত কালীন ব্যক্যগুলো বলবে। -- অধম অনুবাদক।)

সাহাবীদের বিশেষ মর্যদার কারণও সোহ্‌বত

সোহবতের দ্বারা কীমত (দাম) বেড়ে যায়। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নবুয়তের সূর্য হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে স্বচক্ষে দেখতে পেল, এখনও তার এক ওয়াক্ত নামায পড়ারও কোন সুযোগ হয় নাই, এমতাবস্থায়ই সে শহীদ হয়ে গেল, কোন কোন সাহাবীর জীবনে ঠিক এ রকমই ঘটেছে যে, ঈমান আনার সাথে সাথেই তিনি শাহাদত বরণ করেছেন– বলুন, সারা বিশ্বের সমস্ত ওলীআল্লাহ, সমস্ত তাহাজ্জুদগুযার সকলে মিলেও কি ঐ মানুষটির সমকক্ষ হবে? এই হচ্ছে সোহ্‌বতের কীমত (মূল্য)। কারণ, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর মুহূর্ত কালের সোহ্‌বত (সাহচর্য) পেয়ে গেছেন। তাই, কিয়ামত পর্যন্ত কালের সমস্ত ওলী-আউলিয়া, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম বোখারী, গাওছে-আযম বড়পীর আবদুল

কাদের জীলানী, ইমাম গাযযালী সবাই মিলেও ঐ মানুষটির মর্তবার সমান হতে পারবে না। নবীর সোহ্বতপ্রাপ্ত ঐ মানুষের বরাবর মর্যাদার অধিকারী হওয়া কস্মিনকালেও সম্ভবপর নয়। হাঁ, ওলীআল্লাহ্দের সোহ্বতের দ্বারা ওলীআল্লাহ পয়দা হতে থাকবে। এজন্যই তো আল্লাহ্পাক হুকুম করেছেন যে, তোমরা কামেল লোক, খাঁটি লোক তথা মোত্তাকীদের সঙ্গে থাক। আর কামেলীনের কতটুকু সঙ্গ লাভ করা চাই, ইতিপূর্বে আমি তাও আলোচনা করেছিলাম যে--

خَالِطُوْهُمْ لِتَكُوْنُوْا مِثْلَهُمْ

তাঁদের এতটা সঙ্গ লাভ কর, এই পরিমাণ তাঁদের সঙ্গে উঠা-বসা কর যাতে করে তুমিও তাঁদের মত হয়ে যাও।

একজন ওলী যখন দুনিয়া থেকে চলে যান, শত-শত মানুষকে তিনি ওলীআল্লাহ বানিয়ে রেখে যান। তা না হলে দুনিয়াতে আজ ওলীআল্লাহ্দের কোন বীজই পাওয়া যেতনা। দুনিয়ার কোথাও কোন ওলী খুঁজে পাওয়া যেত না।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র কসম, কোন ওলী যখন দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেন, আল্লাহ্পাক সাথে সাথে তাঁর কুর্সিতে আরেক জনকে বসিয়ে দেন। আল্লাহ্র ওলীদের কুর্সি খালি নাই, খালি থাকে না।

অজ্ঞতা বশতঃ আমরা এরূপ মনে করে থাকি যে, বায়েযীদ-বোস্তামী ও খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরীর মত বড় বড় ওলীআল্লাহ্ এখন আর নাই। এটা আমাদের নাদানী। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে কিয়ামত পর্যন্তই (পৃথিবীতে) বড় ওলী-আওলিয়া পয়দা হতেই থাকবেন। কিন্তু, আমাদের অবস্থা হলো, তাঁদের মৃত্যুর পর আমরা তাঁদের প্রতি মহব্বত ও ভক্তির সুযোগ পেয়ে থাকি। যখন তাঁদের ইন্তেকাল হয়ে যায় তখন আমরা তাঁদের নামের সাথে শ্রদ্ধাভরা মনে নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহূ, রাওয়াহাল্লাহু রূহাহূ, রাহ্মতুল্লাহি আলাইহি প্রভৃতি (ভক্তি-শ্রদ্ধাজ্ঞাপক বাক্যাবলী) বলতে শুরু করি। মরার পর আমরা তাঁদের কদর করি। আর যে ব্যক্তি জিন্দা থাকতেই তাঁদের কদর করে, সে ওলীআল্লাহ্ হয়ে যায়।

ওলীআল্লাহ্ হওয়ার তিনটি শর্ত ঃ

গতকালের বয়ানে আমি ইহাও আরয করেছিলাম যে, আল্লাহ্ওয়ালা হওয়ার জন্য আল্লাহ্ওয়ালা লোকের সঙ্গ লাভের সাথে সাথে নিয়মিত আল্লাহ্র যিকির করাও জরুরী। পালোয়ান যত বড় শক্তিশালী পালোয়ানই হোকনা কেন, তার নিকট হতে পালোয়ানী শিক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি বাদাম, দুধ প্রভৃতি শক্তিবর্ধক খাদ্য-খাবার না খায়, তাহলে পালোয়ানী-বিদ্যার মারপ্যাঁচ ও কৌশলাদি তো সে ঠিকই রপ্ত করে ফেলবে, কিন্তু তার দেহ সেই শুকনা-কাঠের মত নিস্তেজ ও কঙ্কালসারই থেকে যাবে। ফলে, দুশমনের সাথে মোকাবিলার সময় দুশমন তাকে ধরাশায়ী করে ফেলবে। অতএব, আল্লাহ্র ওলী হওয়ার জন্য আল্লাহ্র ওলীদের সোহ্বতের পাশাপাশি নিয়মিত আল্লাহ্র যিকিরেরও অভ্যাস রাখতে হবে। যিকিরের পরিমাণ ও প্রাণ উভয়ের দিকেই খেয়াল রাখা জরুরী।

(যিকিরের পরিমাণ বলতে মোর্শেদের পক্ষ হতে নির্ধারণকৃত পরিমাণ এবং যিকিরের প্রাণ বলতে মনের এখলাছ, ধ্যান, একাগ্রতা, অন্তরের উপস্থিতি, অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বত ও আযমত বর্তমান থাকা প্রভৃতি গুণাবলীকে বুঝানো হয়েছে। যিকিরের পরিমাণ ও শব্দাবলী হচ্ছে দেহ স্বরূপ এবং উল্লেখিত গুণাবলী হচ্ছে প্রাণ স্বরূপ। যিকিরের শব্দাবলী ও পরিমাণকে কাম্মিয়ত্ এবং গুণাবলীকে কাইফিয়ত বলে। -- অনুবাদক)

মোটকথা, এই পথে বুযুর্গদের সোহ্বতও জরুরী, সেইসাথে মান ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিয়মিত যিকির করাও জরুরী। তবেই রূহ্ (আত্মা) শক্তিশালী হবে এবং নফ্ছের উপর বিজয়ী হবে। অন্যথা, রূহে পূর্ণ তাকত আসবেনা, রূহ্ দুর্বল থাকবে। ফলে, যেকোন সুযোগে নফ্ছ ও শয়তান রূহ্কে (নেকীর আগ্রহ ও শক্তিকে) ধরাশয়ী করে ফেলবে, পরাজিত করে ফেলবে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি নফ্ছ ও শয়তানের দ্বারা ঘায়েল হয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়বে। কোন মুহূর্তে কোন গুনাহ্ করে বসবে। আল্লাহ্পাকের নামের মধ্যে এই তাছীর, এই ক্রিয়া রয়েছে যে, বান্দা ধীরে ধীরে আল্লাহ্র হয়ে যেতে থাকে। এক সময় সে সম্পূর্ণ রূপেই আল্লাহ্র হয়ে যায়। আমার মোর্শেদ শাহ আবদুল গনী ছাহেব ফুলপুরী (রঃ) বলতেন, যিকির যিকিরকারীকে মযকূর পর্যন্ত (অর্থাৎ আল্লাহ পর্যন্ত) পৌঁছে দেয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, দুনিয়াবী-পালোয়ানী শিক্ষার ক্ষেত্রে ওস্তাদ তার শাগরেদদের বলে, দেখ, আমার আখড়ায়, আমার সংসর্গে এসে তোমরা এই বিদ্যার বিভিন্ন ধরনের প্যাঁচ ও কৌশলাদি শিখবে এবং ঘরে গিয়ে বাদাম খাবে, দুধ পান করবে। কিন্তু সাবধান, দেহের শক্তির উপর আঘাত হানে এমন সবকিছু থেকে কঠোর ভাবে বিরত থাকবে।

তদ্রূপ, পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে বুযুর্গানেদ্বীনও আমাদেরকে এ কথাই বলেন যে, তাক্‌ওয়ার জন্য, তাক্‌ওয়াপূর্ণ জিন্দেগীর জন্য যতটা জরুরী আল্লাহ্‌র ওলীদের সোহ্‌বত, যতটা জরুরী প্রত্যহ যিকির চালু রাখা, তার চেয়েও বেশী জরুরী গুনাহ্ সমূহ হতে দূরে থাকা, বিরত থাকা। গুনাহ্ ত বিষ; আস্ত বিষ। অতএব, নিজেই চিন্তা করে দেখুন যে, এ থেকে সতর্ক থাকা ও বিরত থাকা কতটা জরুরী ?

বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী ক্লে যদি লাহোরে আসে ও বক্সিংয়ের ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয়, আর এ উপলক্ষে তাকে একান্নটি ডিম খাওয়ানো হয়, পঁচিশটি মুরগীর সুপও পান করানো হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে সামান্য একটু বিষও খাওয়ানো হয়, অতঃপর বক্সিং-যুদ্ধ শুরু হয়, তখন কি সে জয় লাভ করতে পারবে ?

এজন্যই যারা বুযুর্গদের সোহ্‌বত ও নসীহত অর্জন এবং নিয়মিত যিকির চালু রাখার পাশাপাশি পাপাচারের বিষও ভক্ষণ করতেছে, তারা নফ্‌ছ্ ও শয়তানের মোকাবিলায় জয়ী হতে পারছেনা। পরাজিত থাকতেছে। আজও তাদের অন্তর তাআল্লুক মাআল্লাহ (আল্লাহর সাথে অন্তরের নিবিড় বন্ধন)-এর দ্বারা ধন্য হতে পারেনি। এদের আত্মা এত বড় এই নেআমত হতে বঞ্চিত। কারণ, আল্লাহ্‌র নাফরমানীর বিষ ঈমানকে কমজোর করে দেয়।

হযরত শাহ্ আবদুল গনী ছাহেব ফুলপুরী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি) বলতেন যে, কোন একটি সবুজ-সজীব গাছের তলায় যদি কেহ আগুন জ্বালিয়ে আগুন পোহায় তাহলে দেখা যাবে, আগুনের তাপে ঐ গাছের পাতাগুলো ঝলসে গেছে। এখন আর আগের মত সবুজ-শ্যামল নাই, সজীবতা নাই; নির্জীব নিস্তেজ ও মরা-মরা হয়ে গেছে। ঐ গাছটির আগের মত আবার সবুজ-সজীব ও সতেজ হওয়া সহজ নয়, বড়ই দুরূহ ব্যাপার। এভাবে কবীরা গুণাহ্-এর ফলে ঈমানের গাছেরও ঠিক এই অবস্থাই হয়। দিল্ বিরান হয়ে যায়, নির্জীব-নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। ঈমানের কূয়ত্ নিঃশেষ, নিষ্প্রভ হয়ে যায়। তবে হাঁ, যদি সে খাঁটি মনে তওবা করে নেয়; কেন্দে-কেটে আল্লাহ্‌কে রাযী করে নেয় তাহলে......। কিন্তু গুনাহ্ বর্জনের তওফীকও আল্লাহ্‌পাকের

দানের জিনিস। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্পাকের করুণা ও মেহেরবানী না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের তায্কিয়ায়ে-নফ্ছ বা আত্মসংশোধন ও গুনাহ্ বর্জনের তওফীক হয় না। স্বয়ং আল্লাহ্পাক বলতেছেন--

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَازَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا

অর্থ ঃ আল্লাহ্পাক যদি দয়াপরবশ হয়ে তোমাদের উপর করুণা না করেন তাহলে তোমাদের মধ্য হতে কেহই কখনও পবিত্র হতে পারবে না।

এই ফযল ও রহমত কোথায় পাওয়া যায় ?

তবে এই খাস্ ফযল ও রহ্মত (দয়া ও করুণা) পাওয়ার ঠিকানা কোথায় ? কোথায় গেলে এই ফযল ও রহমত হবে এবং আমরা গুনাহ্ ত্যাগের তওফীক লাভ করতে পারবো? এই ফযল ও রহমত (দয়া ও করুণা) নসীব হয় আল্লাহ্র ওলীদের সোহ্বতে-সংস্পর্শে। এ কথার দলীল কি ? দলীল বোখারী শরীফের এই হাদীছ--

هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ

"আল্লাহ্র ওলীরা এমন সাথী যে, যারা তাদের সাথে উঠা-বসা রাখে, সম্পর্ক -সম্বন্ধ রাখে, তারা বদ-নসীব থাকেনা।"

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্র ওলীদের সঙ্গ লাভ কর, আল্লাহ্র ওলীদের সাথে উঠা-বসা রাখ, তা হলে কিছুতেই তোমরা বদ-নসীব থাকবেনা। তোমাদের দুর্ভাগ্যকে বা বদ-নসীবীকে সৌভাগ্য বা খোশ্-নসীবী দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। বোখারী-শরীফের এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্র ওলীদের সোহ্বতের বরকতে বদ-নসীবী খোশ-নসীবীতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর বদ নসীবী নেক-নসীবী দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গেলে গুনাহ্ ত্যাগেরও তওফীক হয়ে যায়। কারণ, সরওয়ারে-কায়েনাত নবীকরীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদেরকে এভাবে দুইটি দোআ শিক্ষা দিয়ে গেছেন--

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِىْ وَلَا تُشْقِنِىْ بِمَعْصِيَتِكَ

কুত্‌বে-আলম আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা

শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর

বিশেষ দোআ ও বাণী

আমার স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব আমার নেহায়েত খাস্‌ আহবাবদের একজন। আল্লাহ্‌পাক তাকে ছহীহ্‌-সালামতে রাখুন। আমার প্রতি তার মহব্বত খুবই আসক্তিপূর্ণ। বাংলাদেশের সমস্ত আহবাবই মহব্বতওয়ালা। কিন্তু সে হচ্ছে বাংলাদেশের 'আমীরে মহব্বত'। আমার সাথে তার সম্পর্ক ও মহব্বত নজীরবিহীন। এটি সেই মহব্বতেরই কারামত যে, আমার যে-সকল গ্রন্থাবলীর সে অনুবাদ করেছে, তা সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সর্ব মহলেই যারপরনাই সমাদৃত। কারণ, সে শুধু শব্দেরই অনুবাদ করে না, বরং আমার অন্তরের গভীর ভাব-চিত্রও তুলে ধরে। তার লেখা ও বয়ান মহব্বতে পরিপূর্ণ। মহব্বতের তীব্রতা ও প্রবলতা তার এলমের দরিয়াকে নেহায়েত সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী বানিয়ে দিয়েছে।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ)-এর এলমী ভাণ্ডার ও আমার রচনাবলীকে বাংলাভাষায় পেশ করার লক্ষ্যে আমারই পরামর্শক্রমে সে 'হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী'টি কায়েম করেছে।

দোআ করি আল্লাহ্‌পাক তাকে এলমে, আমলে, তাক্‌ওয়ায় এবং পূর্বসূরী বুযুর্গানের অনুসরণ-অনুগামীতায় আরো উন্নতি-অগ্রগতি দান করুন। তার কুতুবখানায় (প্রকাশনীতে) খুব বরকত নাযিল করুন। তার অনূদিত ও রচিত সকল গ্রন্থাবলী, তার বয়ান ও রচনা এবং তার দ্বীনি মেহ্‌নতসমূহকে সর্বোত্তম কবুলিয়তে ভূষিত করুন। ঘরে-ঘরে পৌঁছিয়ে দিন। কিয়ামত পর্যন্ত সদ্‌কায়ে-জারিয়া বানিয়ে রাখুন। আমীন!

মুহাম্মদ আখতার

খানকাহ এমদাদিয়া আশরাফিয়া

গুলশান-ই ইকবাল, ব্লক-২, করাচী

১১ই শা'বান আল্‌ মোআয্‌যম ১৪২৭ হিজরী

যার অর্থ, আয় আল্লাহ্, আমাকে আপনি সেই রহমত দান করুন যেই রহমতের ফলে আমি গুনাহ্ ত্যাগের তওফীক প্রাপ্ত হয়ে যাবো। আর গুনাহ বা নাফরমানী করে বদ-নসীব হয়ে যাওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

এ দ্বারা বুঝা গেল, আল্লাহ্র নাফরমানীর মধ্যে বদ্নসীবীর প্রতিক্রিয়া আছে। ওদিকে পূর্বোল্লেখিত হাদীসের দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ্র ওলীদের সোহ্বতের বরকতে বদ-নসীবীর বদলে সু-নসীব নসীব হয়, বদ-নসীব খোশ-নসীব হয়ে যায়। যেহেতু বদ-নসীব গুনাহে লিপ্ত হয়, তাই, ওলীর সংসর্গের ফলে যখন সে বদ-নসীবী থেকে মুক্তি লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ তখন গুনাহ থেকে বিরত থাকারও তওফীক প্রাপ্ত হবে।

বুযুর্গদের সোহ্বতের বরকত

কোন কোন লোক বলে থাকে, আমরা আল্লাহ্ওয়ালা লোকদের কাছে যাইনা এজন্য যে, ওখানে গেলেই ভি-সি-আর ছাড়তে হবে, সিনেমা ছাড়তে হবে, স্বাধীনভাবে মেয়েদের প্রতি তাকিয়ে এবং হারাম প্রেমে লিপ্ত হয়ে এর স্বাদ আস্বাদন ও আনন্দ উপভোগের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে (এসব কিছু নিষেধ করে দেওয়া হবে)। এভাবে সব রকম গুনাহ্ই তো পরিত্যাগ করে দিতে হবে।

এর জবাবে বিখ্যাত বুযুর্গ মুহীউচ্ছুন্নাহ্ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব দামাত বারাকাতুহূ বলেন যে, গুনাহ্ ছাড়তে হবে না, বরং এমনিতেই (আপনাতেই) ছুটে যাবে। আল্লাহ্র ওলীদের সোহ্বতের বরকতে এমন ঈমান, এমন ইয়াকীন নসীব হবে যে, খুশীতে আপনি বাগবাগ হয়ে যাবেন, অন্তরে সর্বদা এক অনাবিল আনন্দের অনুভূতি ও তৃপ্তি অনুভব করবেন। খুশীতে আপনি সিজ্দায়ে -শোকর আদায় করবেন। আল্লাহ্র দরবারে শোকর আদায় করে বলবেন, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে পাপের পচা-গান্দা, দুর্গন্ধময় ম্যানহোল ও নর্দমা থেকে, পাপাচারের মলমূত্রের নাপাক ও কুৎসিত নালা সমূহ থেকে বের করে তাক্ওয়ার জিন্দেগী নসীব করেছেন। হে আল্লাহ, কিরূপে আমি আপনার এই মেহেরবানীর শোকর আদায় করবো।

হযরত মুহীউস্‌সুন্নাহ অতি চমৎকার একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, মনে করুন, একটা লোক দশ হাজার টাকা ঘুষ গ্রহণ করার পর আনন্দে আটখান হয়ে দ্রুত-পায়ে ঘরে ফিরে চলেছে। আর মনে মনে ভাবছে, আমার স্ত্রীর জন্য অমুক জিনিস কিনবো, অমুক সামগ্রী কিনবো এবং অমুক এলাকায় এক প্লট জমি খরিদ করবো ইত্যাদি। ইতিমধ্যে তার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু এসে তাকে বলতে লাগলো, বন্ধু, পিছনে পুলিশ আসতেছে। তোমার এই নোট সমূহের উপর পুলিশের দস্তখত আছে, ঘুষদাতারও দস্তখত আছে। এটা একটা ষড়যন্ত্র। তোমাকে ফাঁসানের জন্য এই ঘুষ প্রদান করা হয়েছে। তাই, দ্রুত কোন বাঁচার পথ কর।

এই দুঃসংবাদে আতঙ্কিত হয়ে সে এদিক-সেদিক দেখতেছে। হঠাৎ একটি খোলা ম্যানহোলের উপর তার নজর পড়ে। তখন অন্তর খুলে সে দোআ করতে লাগলো যে, আল্লাহ যেন এই ম্যানহোলের মুখের ঢাকনা-চোরের উপর রহমত নাযিল করে এবং তাকে নেক্‌কার বানিয়ে দেয়, যাতে করে ভবিষ্যতে আর চুরি না করে। অতঃপর ঐ দশ হাজার টাকার সবগুলি নোট ঐ ম্যানহোলের মধ্যে ফেলে দিয়ে সে আপদমুক্ত হয়। বলুন, এই নোটগুলো ফেলে দিয়ে সে আনন্দিত হবে, না দুঃখিত ? নিশ্চয় আনন্দিত হবে। কারণ, জীবন রক্ষা পেলে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করা যাবে। এ না করলে তো দশ বৎসরের জেল হতো, আরো কত কি জরিমানা হতো।

এই লোকটির মনে পুলিশের উপর যেরূপ একীন রয়েছে, রাষ্ট্রের দণ্ড ও ডাণ্ডার উপর যেরূপ একীন রয়েছে, অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সোহ্‌বতের দ্বারা অন্তরে যখন (পাপের পরিণামে) আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও জাহান্নামের উপর ঈমান ও একীন পয়দা হয়ে যাবে তখন আর কষ্টের সাথে গুনাহ্‌ ছাড়তে হবে না, বরং খোদ-বখোদ ছুটে যাবে, সহজেই গুনাহ্‌ ত্যাগের তওফীক হয়ে যাবে। সেদিন গুনাহ্‌ ত্যাগ করে আপনি বিনীত প্রাণে আল্লাহ্‌র দরবারে শোকর আদায় করবেন।

জীবন দিয়েও যদি আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায় তবুও অতি সস্তা দামেই পাওয়া গেল ঃ

আমার বন্ধুগণ, বলুন তো, কেউ যদি আপনার পকেট থেকে কঙ্কর সমূহ বের করে ফেলে দেয় এবং তৎপরিবর্তে এক কোটি টাকার মোতি আপনার পকেটে ভরে দেয়, সেজন্য কি আপনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে মারধর করবেন, নাকি তার জন্য দোআ করবেন ? বন্ধুগণ , গুনাহ্ হচ্ছে তুচ্ছ কঙ্কর (পাথরের কণা)। বরং তদপেক্ষা হীন ও নিকৃষ্ট। কারণ, পাথরের কঙ্কর তো পাক বস্তু, আর গুনাহ্ তো নাপাক ও গলিজ। তাই এত তুচ্ছ এই গুনাহ্ ত্যাগ করে যদি আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায় তাহলে আমি অনুরোধ করবো, আসুন আমরা জল্‌দি জল্‌দি গুনাহ্ ত্যাগ করি এবং আল্লাহ্‌কে পেয়ে প্রাণের আনন্দে এই ছন্দ পাঠ করি—

جمادے چند دادم جاں خریدم
بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم

কয়েকটি মাটির ঢেলা এবং ইট-পাথরের কণা দিয়ে আমি আল্লাহ্‌কে পেয়ে গেছি। আল্‌হামদুল্লিাহ, প্রাণাধিক মাওলাকে আমি বড়ই সস্তায় পেয়ে গেছি।

দিয়ে ক'টি পাথর-কণা
পেলাম শ্রেষ্ঠধন
এতো সস্তায় পেলাম আমি
মনের মহাজন।

আমার শায়েখ শাহ আবদুল গণী ছাহেব (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি) বলতেন যে, এক ওলীআল্লাহ কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি শুধু মনে-মনেই আল্লাহ্‌কে প্রশ্ন করলেন যে, হে আল্লাহ্! কি মূল্য আদায় করলে আমি আপনাকে পেয়ে যাবো? আসমান হতে আওয়াজ আসলো, উভয় জাহান আমার জন্য কোরবান্ করে দাও, তাহলে তুমি আমাকে পেয়ে যাবে। দোনো-জাহান কোরবান করার বিনিময়ে আমাকে পাওয়া যায়। আমাকে পাওয়ার জন্য এই মূল্য আদায় করতে হয়। এই কথা শুনে ঐ বুযুর্গ বলে উঠলেন——

قیمت خود ہر دو عالم گفتۂ
نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আপনি আপনার মূল্য শুধু দো-জাহান বললেন? দাম আরো বাড়িয়ে বলুন। আপনার দাম তো এতো সস্তা হতে পারে না।

আল্লাহ্পাক আমাদের সকলকে আল্লাহ্র প্রতি এইরূপ মহব্বত করার তওফীক দান করুন। (আমীন।)

মূল্য তোমার দানোঁ জাহান বলছো ওহে প্রিয়,
বাড়াও মূল্য, সস্তা এতো নওকো তুমি প্রিয়!

বন্ধুগণ, একদিন তো মরতে হবে। একদিন এই বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি, সম্পদ-সম্পত্তি, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি সব ফেলে রেখে চলে যেতে হবে। সেদিন হাতের ঘড়িও খুলে নেওয়া হবে, শরীরের পোশাকাদিও খুলে রাখা হবে। কাফনের কাপড় পরিয়ে যখন কবরে রাখা হবে, মুর্দা তখন তার অব্যক্ত ভাষায় এই কথা বলতে থাকবে--

شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ
اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم

অর্থঃ তোমরা যারা কষ্ট স্বীকার করে আমার সাথে আসলে এবং আমাকে আমার কবর পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়ে গেলে, তোমাদের সকলের প্রতি আমি শুক্রিয়া জানাই। হায়, এ করুণ মুহূর্তে বাকী পথ আমাকে একা-একাই চলতে হবে এবং নিঃসঙ্গ থাকতে হবে।

শুক্রিয়া হে কবর নাগাদ
রইলে যারা সাথী,
বাকী রাস্তা চলবো একা,
নাই সাথী, নাই বাতি।

অবস্থার ভাষায় সে আরো বলবে--

دبا کے قبر میں سب چل دیئے دعا نہ سلام
ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو

হায়, কি হলো রে এই অল্প সময়ের মধ্যে? না দোআ, না সালাম, নাএকটুখানি আলাপ ? আমারই স্বজনেরা আমাকে মাটি-চাপা দিয়ে কি নির্দয়-নিষ্ঠুরের মত দূরে সরে যাচ্ছে ?

মাটির নীচে রেখে মোরে
যাচ্ছে সবে ঘরে ফিরে,
মোর সাথে কেউ কয়না কথা
হায়, হঠাৎ এ কি হলো রে!

বুযুর্গদের সোহ্বতের কারামত বা বিস্ময়কর শক্তি

তাই বলি, হে বন্ধু, একদিন যখন যেতেই হবে, আল্লাহ্প্রমিক ও আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হয়েই যাওনা ? যেমন হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযূব (রঃ) হাকীমুল -উম্মত হযরত থানবীর সোহ্বতের বদৌলতে নেছ্বতপ্রাপ্ত (আল্লাহর ওলী ও প্রিয়পাত্র) হওয়ার পর হযরত থানবীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন --

تو نے مجھکو کیا سے کیا شوق فراواں کردیا
پہلے جاں پھر جان جاں پھر جان جاناں کردیا

হে হাকীমুল-উম্মত ! আপনার সোহ্বত ও তর্বিয়ত্ (সঙ্গ ও দীক্ষা) আমার জীবনে কি এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করে দিলো! আপনার সোহ্বত ও তরবিয়ত ঘষে-মেজে মিষ্টারের মিষ্টারী নিঃশেষ করে দিলো। যেই মিষ্টার একদিন ঘৃণিত স্বভাব-চরিত্রের এক কদর্য-সমষ্টি ছিল, সে-স্থলে আপনার সঙ্গ, আপনার শিক্ষা -দীক্ষা আজ তাকে সুন্দর চরিত্র ও সদ্গুণাবলীর অধিকারী এক সুন্দর মানুষে পরিণত করেছে। এক মৃত আপনার বরকতে জীবনপ্রাপ্ত হয়েছে। এক আল্লাহ্ভোলা মানুষ আল্লাহ্ওয়ালা এবং আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হয়েছে। যে ছিল একদিন মুরীদ হওয়ার জন্য কম্পমান এক প্রার্থী, আজ সে আলেম-ওলামাদেরও পীর!

হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব দামাত্ বারাকাতুহুম তাঁকে নিজের মোর্শেদ বানিয়েছেন। হযরত মুফতী জামীল আহমদ থানবীও তাঁকে নিজের মোছ্লেহ্ ও মোর্শেদ বানিয়েছেন।

হায়, একি ব্যাপার যে, মিষ্টার তো শায়খুল-ওলামা (আলেমদের পীর) হয়ে যাচ্ছেন, অথচ, আলেমগণ নিজেদের সেই সব আকাবেরের (বুযুর্গদের) পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার ফিকির করতেছেন না ? সেদিকে গুরুত্ব দিতেছেন না? যে সকল বুযুর্গদের নামের সাথে সম্বন্ধ রেখে আমরা বিভিন্ন জামেআ (বড় বড় মাদ্রাসা) কায়েম করতেছি, যেমন জামেআ রশীদীয়া (হযরত মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গূহী (রঃ)-এর নামের সাথে), জামেআ কাসেমিয়া (হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী (রঃ)-এর নামের সাথে)জামেয়া আশরাফিয়া (হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) -এর নামের সাথে সম্পর্কিত)--এসকল বুযুর্গগণ যে পথে চলেছেন, কেন আমরা তাঁদের সেই পথ অনুসরণ করে আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সোহ্‌বত হাসিলের চেষ্টা-ফিকির করি না?

আলহামদু লিল্লাহ, অনেকে অবশ্য চেষ্টা-ফিকির করতেছেনও। এখানকার (লাহোর জামেয়া আশরাফিয়ার) তো সমস্ত ওলামাগণই বুযুর্গদের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত আছেন। তবুও বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতেছি, যাতে করে এখনও যারা সম্পর্ক জোড়েন নাই, তাদেরও যেন সম্পর্ক জুড়ে নেওয়ার তওফীক হয়ে যায়।

বুযুর্গদের সোহ্‌বতের কারামত (আশ্চর্য ক্রিয়া) সম্পর্কিত ঘটনা

এখন যদি কেউ এই কথা বলে যে, বুযুর্গ লোক তথা আল্লাহ্‌র ওলীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা কি লাভ হয় ? কি হাসিল হয় ? এতদসম্পর্কে দু'টি ঘটনা শুনাচ্ছি।

প্রথম ঘটনা

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ ছাহেব (রঃ)-এর পুত্র, তাফসীরে মো-যেহুল কোরআনের লেখক শাহ্ আবদুল কাদের ছাহেব (রঃ) একবার দিল্লীর মসজিদে-ফতেহ্‌পুরীর মধ্যে কয়েক ঘন্টা যাবত যিকির ও তেলাওয়াতে মশগুল ছিলেন। কোরআন তেলাওয়াতের নূর ও আল্লাহ্‌র যিকিরের নূর অন্তরকে প্লাবিত করে দুই চোখ দিয়ে উপচে পড়তেছিল। অন্তর যখন নূরে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, সেই নূর তখন চেহারার মধ্যেও ঝলমল করতে থাকে এবং চক্ষুদ্বয় হতেও তা উপচে পড়তে শুরু করে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌র খাছ বান্দাদের চেহারায় যে 'ছী-মা'(বিশেষ নির্দশন) থাকার কথা বলা হয়েছে, এই হচ্ছে সেই 'ছী-মা' বা বিশেষ চিহ্ন।

سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ

অর্থ ঃ সিজদার প্রভাবে তাদের চেহারার মধ্যে 'ছী-মা'(বিশেষ চিহ্ন) বিদ্যমান।

এই ছী-মা' কি জিনিস? আল্লামা সাইয়েদ মাহ্মূদ আলূসী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন–

هُوَ نُوْرٌ يَظْهَرُ عَلَى الْعَابِدِيْنَ يَبْدُوْ مِنْ بَاطِنِهِمْ اِلٰى ظَاهِرِهِمْ

আল্লাহওয়ালা লোকদের অন্তর যখন নূরে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন তা অন্তর হতে উথলে উঠে চেহারার মধ্যে ঝলমল করতে শুরু করে।

তাই এবাদতের নূর, আল্লাহ্র যিকিরের নূর, আল্লাহ্র হতব্বত ও মা'রেফাতের নূর শাহ্ ছাহেবের চোখের মধ্যে উছলে উঠেছিল। এমতাবস্থায় যখনই তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন, সম্মুখেই বসে থাকা একটি কুকুরের উপর তাঁর নজর পড়ে গেল। আল্লাহ্র যেই নূর তাঁর অন্তরকে প্লাবিত করে দিয়েছিল এবং যেই নূরের তাজাল্লী তাঁর চক্ষুদ্বয় দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল, সেই নূর ও তাজাল্লী ঐ কুকুরটির উপর পড়ে গেল। এর প্রতিফল এই হলো যে, ঐ কুকুরটি যখন যেখানে যেত, দিল্লীর বিভিন্ন এলাকার কুকুর সমূহ ঐ কুকুরের সামনে এসে আদবের সাথে বসে যেত। হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী হেসে বললেন, ভাগ্যবান এ কুকুরটি সব কুকুরদের পীর সাহেব হয়ে গিয়েছিল! অতঃপর তিনি বেদনাভরা এক 'আহ্' শব্দ করে বললেন, হায়! যাঁদের দৃষ্টির কল্যাণ হতে জানোয়ারও মাহ্রূম থাকেনা, সেখানে মানুষ কিভাবে মাহ্রূম থাকতে পারে?

তবে শর্ত এই যে, অন্তরের সাথে আল্লাহ্র ওলীদের সোহ্বতে থাকবে, খাঁটিভাবে তাঁদের সাথে সম্পর্ক রাখবে। আল্লাহ্র ফযলে কেহই তখন মাহ্রূম থাকবে না।

আর কোন মানুষের মধ্যে যদি আল্লাহ্কে পাওয়ার তালাশ ও পিপাসাই না থাকে, এমন লোকের জন্য মাওলানা রূমী (রঃ)-এর উপদেশ এই যে, এ অবস্থায়ই তুমি আল্লাহ্র ওলীদের নিকট চলে যাও। কিভাবে তোমার অন্তরে আল্লাহ্কে পাওয়ার পিপাসা পয়দা করতে হবে, তাও তাঁরা জানেন। তাঁদের সোহ্বতই তোমার মধ্যে সেই পিপাসা সৃষ্টি করে দিবে। তিনি বলেন––

گر تو طالب نیستی تو هم بیا
تا طلب یابی ازیں یاروفا

অর্থঃ যদি তোমার মধ্যে আল্লাহ্‌র তালাশ ও পিপাসা, আল্লাহ্‌কে পাওয়ার অনুরাগ ও আসক্তিই না থাকে, আল্লাহ্‌র প্রেমের জ্বালা যদি তোমার মধ্যে পয়দা না হয়ে থাকে, তবুও তুমি আল্লাহ্‌র ওলীদের সংস্পর্শে যাতায়াত করতে থাক। তাঁদের সঙ্গ লাভ করতে থাক। তাঁদের বরকতে আল্লাহ্‌র প্রতি পিপাসা, অনুরাগ- আসক্তি, ব্যাথা-বেদনা সবই তোমাকে দান করা হবে।

নাই যদি তোর ব্যথা যা রে
প্রেমিক! ব্যথীর কাছে,
প্রাণ-পাখী তোর কাঁদ্‌বে ওরে
ব্যথীর পাশে এসে।

উপরোক্ত ফার্সী ছন্দটির ভাবার্থ আমি একটি হিন্দি ছন্দের মধ্যে পেশ করেছি। কিন্তু তা এমন হিন্দি যে, আপনারা তা বুঝে ফেলবেন—

پیاسے کو پانی ملے اور بن پیاسے کو پیاس
اختر ان کے در سے ہے کوئی نہیں بے آس

পিয়াছে-কো পানি মিলে আওর বিন্ পিয়াছে কো পিয়াছ্
আখতার উন্‌কে দর-ছে হ্যায় কোই নাহী বে-আছ্।

অর্থ ঃ যে এখানে পিপাসার্ত হয়ে আসে তাকে পানি প্রদান করা হয়। আর যার মধ্যে পিপাসাই নাই, তাকে ‘পিপাসাও’ প্রদান করা হয়। আল্লাহ্‌র ওলীদের দরবার হতে কেহই নিরাশ হয় না। এই দরবারে আগমন বৃথা যায় না।

পিপাসার্ত পানি লভে,
পিয়াসহীনে পিয়াস
প্রেমিক জনের দরবারে ভাই
হয়না কেউ নিরাশ।

আল্লাহ্র ওলীদের প্রতি দোষারোপ করা বা অভিযোগ করা আল্লাহ্র রহ্মত হতে বঞ্চিত হওয়ার পূর্বাভাস ঃ

আল্লাহ্র ওলীদের দরওয়াজা হতে ইন্শাআল্লাহ্ কেউ মাহ্রূম (বঞ্চিত) হবে না। তবে শর্ত এই যে, অন্তরের মধ্যে তাঁদের প্রতি যেন কোনরূপ জেদ, বিদ্বেষ, দোষারোপের মনোভাব না থাকে। বিখ্যাত মোহাদ্দেছ মোল্লা-আলী কারী (রঃ) তাঁর লেখা মেশ্কাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন--

مَنِ اعْتَرَضَ عَلٰى شَيْخِهٖ اَوْنَظَرَ اِلَيْهِ اِحْتِقَارًا فَلَا يُفْلِحُ اَبَدًا

যে নিজের পীরের উপর অভিযোগ করে, দোষারোপ করে এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সাথে তাঁর প্রতি দৃষ্টি করে, কস্মিনকালেও সে সাফল্য লাভ করতে পারবেনা, কল্যাণ হাসিল করতে পারবেনা।

হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (দামাত্ বারাকাতুহুম) বলেন, একবার একজন মুরীদ আমার সাথে সফর করেছিল। সে আমার বিরুদ্ধে তাহাজ্জুদ না-পড়ার অভিযোগ তুলেছিল।

ব্যাপার এই ছিল যে, হযরত বয়ান করেছিলেন। ফলে দেহ ও মস্তিষ্ক খুব ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ছিল। এজন্য তিনি আরামে রত ছিলেন। আওলিয়ায়ে-কেরাম ও ওলামায়ে-দ্বীনের ঘুমকেও আল্লাহ্পাক এবাদতের মধ্যে লিখেন। ইমামে-রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহম্দ গঙ্গূহী (রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি) বলতেন যে, আপনার ঘরের দরজা বানাতে গিয়ে যদি মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতির ধার নষ্ট হয়ে যায় এবং সে একঘন্টা সময় যন্ত্রে ধার দেওয়া বা যন্ত্র সতেজ করার কাজে ব্যয় করে, তাহলে আপনাকে ঐ সময়টুকুর পারিশ্রমিকও তাকে দিতে হয়। কারণ, আপনারই কাজ করতে সময় তার যন্ত্রপাতির ধার নষ্ট হয়েছে। অতএব, যে-সকল ওলামায়েদ্বীন দ্বীনের কাজ করার ফলে তাঁদের মস্তিষ্ক দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়তেছে, সেই মস্তিষ্ককে আবার সতেজ ও সবল করার জন্য তাঁদের খানা খাওয়াও এবাদত। এবং তাঁদের ঘুমানোর বদলেও আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে ছাওয়াব ও পুরস্কার দান করবেন।

আমি হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেবের ঘটনা শুনাচ্ছিলাম। হযরত বলেন, সে আমার কাছে এক চিঠি লিখেছে। তাতে লিখেছে, যেহেতু আপনি রাত্রিবেলা রেলগাড়িতে তাহাজ্জুদ পড়েন নাই, অথচ একজন মুরীদ হওয়া সত্ত্বেও

আমি তাহাজ্জুদ পড়েছি। আপানার এবাদত ত আমার এবাদত অপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং আমি যে আপনার হাতে বায়আত হয়েছিলাম সেই বায়আতকে আমি ফছ্খ করতেছি (অর্থাৎ ছিন্ন করে ফেললাম)।

হায়, এ যালেমের যদি এই সত্য বুঝবার তওফীক নসীব হতো যে, হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (দামাত্ বারাকাতুহুম)-এর এবং এভাবে যেকোন ওলীআল্লাহ্ লোকের দুই রাক্আত আমাদের (মত সাধারণ মুসলমানের) লক্ষ রাক্আত অপেক্ষা উত্তম! তাঁদের ঘুম আমাদের জাগরণ অপেক্ষা উত্তম, আমাদের তাহাজ্জুদ এবং আমাদের এশরাক ও আওয়াবীন অপেক্ষা উত্তম!

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ ছাহেব মুহাজিরে-মক্কী (রঃ) বলতেন ঃ আরেফের দুই রাক্আত গয়রে-আরেফের লক্ষ রাক্আত হতে উত্তম। (আরেফ অর্থ, আল্লাহ্র মা'রেফাত প্রাপ্ত ওলী। গয়রে-আরেফ তার বিপরীত।-- অনুবাদক)

বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহর ওলীদের উপর এ'তেরাযকারী (অভিযোগকারী ও দোষারোপকারী) লোকেরা মাহ্রূমই থেকে যায়।

একটি ফেক্হী মাছ্আলার আলোকে সোহ্বতের উপকারিতা প্রমাণ ঃ

আল্লাহ্র ওলীদের সোহ্বতের (সঙ্গ লাভের) দ্বারা কি পাওয়া যায়, মাছ্আলার কিতাবের একটি মাছ্আলার আলোকে তা প্রমাণ করে দেখাচ্ছি। কারুর নিকট মাত্র দশ হাজার টাকা আছে। এভাবে বৎসরের এগার মাস পার হয়ে গেছে। আর মাত্র একমাস অতিক্রান্ত হলেই এই টাকার উপর যাকাত ফরয হয়ে যাবে। (কারণ, নেছাব-পরিমাণ মাল বা টাকার উপর এক বৎসর অতিক্রান্ত হলে উক্ত মালের যাকাত ফরয হয়।) ইতিমধ্যে আরও দশ হাজার টাকা হাতে এসে গেছে। একমাস পর এই নতুন টাকারও যাকাত দিতে হবে। বড় বড় আলেমে-দ্বীন এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, নতুন এই দশ হাজার টাকার উপর তো এক বৎসর অতিক্রম হয় নাই। তবুও এর উপর যাকাত ফরয হলো কেন ? এর কারণ এই যে, যেই টাকাগুলি এগার মাস যাবত মোজাহাদায় (তথা পরিশ্রমে বা কাজে) লিপ্ত ছিল, নতুন এই দশ হাজার মোজাহাদাকারী ঐ দশ হাজারের সোহ্বতে (সংস্পর্শে) এসে গেছে। তাই, সোহ্বতের বরকতে নবাগত এই দশহাজার টাকা মাত্র এক মাসের মধ্যে কামেল

باسمہٖ تعالیٰ شانہٗ

HAKIM MUHAMMAD AKHTAR

NAZIM
MAJLIS-E-ISHATUL HAQ

KHANQAH IMDADIA ASHRAFIA
ASHRAFUL MADARIS
GULSHAN-E-IQBAL-2, KARACHI.
P.O.BOX NO. 11182
PHONES : 461958 - 462676 - 4981958

حکیم محمد اختر عفی عنہ
ناظم، مجلسِ اشاعۃ الحق
خانقاہ امدادیہ اشرفیہ / اشرف المدارس
ایس ٹی ۱-اے، گلشن اقبال بلاک ۲، کراچی
پوسٹ بکس نمبر ۱۱۱۸۲
فون: ۴۶۱۹۵۸-۴۶۲۶۷۶-۴۹۸۱۹۵۸

عزیزم مولانا عبد المتین صاحب سلمہ میرے بہت ہی خاص احباب میں ہیں اور مجھ سے بے انتہا والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سب احباب ہی اہل محبت ہیں لیکن وہ بنگلہ دیش کے امیر محبت ہیں، میرے ساتھ ان کا تعلق و محبت بے مثال ہے۔ یہ محبت ہی کی کرامت ہے کہ میری تالیفات کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ خواص و عوام میں بے حد مقبول ہے کیونکہ وہ صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے میری کیفیات قلبی کی بھی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کی تقریر و تحریر محبت سے لبریز ہے، محبت کے استیلاء نے ان کے دریائے علم کو نہایت شیریں اور وجد آفریں بنادیا ہے۔

حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور احقر کی تالیفات کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کے لیے احقر کے مشورہ سے انہوں نے حکیم الامت پرکاشنی قائم کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور تقویٰ اور اتباع اسلاف میں مزید ترقیات عطا فرمائے اور ان کے کتب خانہ میں خوب برکت نازل فرمائے اور ان کے تراجم و تالیفات اور ان کی تقریر و تحریر اور دینی کاوشوں کو شرف حسن قبول بخشے اور گھر گھر عام کردے اور قیامت تک کے لیے صدقۂ جاریہ بنائے۔ آمین۔

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ

۱۱ شعبان المعظم ۱۴۲۰ھ

হয়ে গেছে। কামেলের সংস্পর্শে এসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেও যাকাতের হুকুম প্রাপ্তির যোগ্যতা ও সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌পাক তার উপরও যাকাত ফরয করে দিয়েছেন। যার অর্থ এই হলো যে, তাকেও মাওলার শাহী-দরবারে, সরকারী-দরবারে কবূল করে নেওয়া হলো।

এতে বুঝা গেল, যাঁরা আল্লাহর জন্য মেহনত-মোজাহাদায় লিপ্ত আছেন, তাঁদের সোহ্‌বতের বরকতে অল্প মোজাহাদাকারী লোকেরাও বিরাট্‌ সাফ্যল্যের অধিকারী হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সোহ্‌বতে এসে জল্‌দি-জলদি্‌ আল্লাহ্‌ওয়ালা হওয়ার এ-ই হচ্ছে গূঢ় রহস্য।

হযরত মাওলানা মছীহুল্লাহ্‌ খান জালালাবাদী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন যে, রেলের থার্ড–ক্লাশের ডাব্বা-- যার সিটগুলো টুটা-ফুটা , স্ক্রুগুলো ঢিলা, বসলে চুঁ-চাঁ, ক্যাঁ-ক্যাঁ শব্দ করে, কিন্তু ঐ ডাব্বাগুলি যদি ফার্ষ্ট-ক্লাশের ডাব্বার সাথে সংযুক্ত (মিলিত) থাকে, তাহলে এর ইঞ্জিন যেখানে পৌছবে, ফার্ষ্ট ক্লাশের ডাব্বার পাশাপাশি থার্ড-ক্লাশের ডাব্বাগুলিও সেখানেই পৌছবে।

অতএব, যদিও আমরা নালায়েক থেকে থাকি, গুনাহ্‌গার থেকে থাকি, কিন্তু লায়েকদের সঙ্গে তো থাকি? ইনশাআল্লাহ্‌, লায়েকদের বরকতে আমরা নালায়েকেরাও নাজাত পেয়ে যাবো।

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমীর কবরকে আল্লাহ্‌পাক নূরে ভরে দিন, তিনি বলেন, যদি তুমি কাঁটা হয়ে থাক, তা হলে তুমি ফুলের আঁচলের মধ্যে এসে লুকিয়ে থাক। যে-সকল কাঁটা ফুলের আঁচলে, (ফুলের ডালের মধ্যে) থাকে, আল্লাহ তাআলার কুদরতের এক আজব লীলা যে, বাগানের মালি সেগুলিকে ফুলগাছ কিংবা ফুলবাগান হতে বের করে দেয় না।

آں خاری گریست کہ اے عیب پوش خلق

একটি কাঁটা কেঁদে কেঁদে বলতেছিল যে, হে আল্লাহ্‌! হে মাখ্‌লূকের এবং মানুষের দোষ ও কলঙ্ক গোপনকারী! আমার কলঙ্ক আমি কিরূপে গোপন করবো? আপনি তো আমাকে কাঁটা করে সৃষ্টি করেছেন।

شد مستجاب دعوت او گلعذار شد

আল্লাহ্‌পাক ওর দোআ ও কান্নাকাটি কবূল করে নিলেন এবং (গাছের ডালে) ঐ কাঁটার উপর ফুল ফুটিয়ে দিলেন, যার আঁচলে (আড়ালে) কাঁটার কলঙ্ক গোপন হয়ে

গেল। লোকের নজর ফুলের উপরই পড়ে, কাঁটার উপর পড়ে না। বলুন, গোলাপ ফুলের নীচে কাঁটা আছে কিনা ? কিন্তু কোন ফুলবাগান থেকে ঐ কাঁটা সমূহকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয় কি ?

অনুরূপ, আমরা যদি আল্লাহ্ওয়ালা বুযুর্গদের সাথে জুড়ে (সম্পর্কযুক্ত হয়ে) থাকি, তা হলে আশা করা যায়, যেখানে তাঁরা পৌছবেন, তাঁদের ওছীলায়, তাঁদের মহব্বতের বরকতে ইন্শাআল্লাহ আমরাও সেখানে পৌঁছবো। কাঁটার মত আমরাও এ সকল ফুলের সাথে থাকবো।

মহব্বতের কারামত (শক্তি) ঃ

আল্লামা আলূসী (রঃ) তাফসীরে-রূহুল-মাআনীতে বলেন, মহব্বত শব্দটাই এমন যে, উভয় ঠোঁট মিলানো ছাড়া এর উচ্চারণ করা যায় না। উভয় ঠোঁটকে পৃথক পৃথক রেখে মহব্বত শব্দটি উচ্চারণ করে দেখান না কেউ পারলে ? শত চেষ্টা করলেও কোন ক্রমেই মহব্বত শব্দটি বের হবে না মুখ দিয়ে।

আল্লামা আলূসী বলেন, মহব্বত শব্দটাই যখন এত মোবারক যে, তা মিলনের সংঘটক, এর উচ্চারণই ঠোঁটদ্বয়কে মিলিত হতে বাধ্য করে, তাহলে এর হাকীকত কিরূপ হবে ? সুতরাং যারা আল্লাহ্ তাআলার সাথে মহব্বত করবে, নবীকরীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সাথে মহব্বত করবে, আল্লাহ্র ওলীদের সাথে মহব্বত করবে, ইনশা্আল্লাহ তারা তাঁদের সাথেই থাকবে। মহব্বতের বাঁধন পরস্পরকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে রাখবে। কারণ, নবীকরীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন--

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

'মানুষ তার সাথে হবে যাকে সে মহব্বত করে'। যে যাকে মহব্বত করে সে তার সঙ্গী হবে।

আল্লাহ্র ওলীদের কারামতের দ্বিতীয় ঘটনা ঃ

হযরত সুলতান ইবরাহীম ইবনে-আদ্হাম রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহির একটি ঘটনা। কে এই ব্যক্তি ? ইনি সেই বাদশাহ যিনি বলখের রাজত্ব আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। গভীর রজনীতে যখন তিনি শাহী পোশাক খুলে ফেলে ফকীরের লেবাস পরিধান করতেছিলেন এবং আল্লাহ্র জন্য রাজত্ব-রাজসম্মান সব বিসর্জন দিতেছিলেন, ঐ মুহূর্তের চিত্রটি মাওলানা রূমীর মসনবীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে আমি এভাবে অংকন করেছি ।

جسم شاہی آج گدڑی پوش ہے
جاہ شاہی فقر میں روپوش ہے
فقر کی لذت سے واقف ہو گئی
جان سلطاں جان عارف ہو گئی

অর্থঃ হায়, আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য এই অর্ধ-রাতে এক রাজদেহ রাজপোশাকের বদলে ফকীরের লেবাস পরিহিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে রাজকীয় সম্মান আজ ফকীরীর মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। এর আসল রহস্য এই যে, রাজার প্রাণ এখন আর সেই রাজার প্রাণ থাকেনি, রাজার প্রাণ এখন মাওলাপাগলের প্রাণে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। রাজপ্রাণ আজ ফকীরীর স্বাদ-লযযত পেয়ে গেছে।

এই সুলতান ইব্রাহীম ইবনে-আদহাম একদা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক জায়গায় দেখতে পেলেন যে, কোন এক মদ্যপায়ী মদ পান করে বেহুশ হয়ে পড়ে আছে। সুলতান চিনে ফেললেন যে, লোকটি জনৈক ধনীর সন্তান এবং মুসলমান। সুলতান বড় বেদনার সাথে বলে উঠলেন, হায়, যেই মুখের দ্বারা সে কালেমা-শরীফ পাঠ করে, সেই মুখের দ্বারাই মদও পান করে ?

লোকটা বেশী মাত্রায় মদ পান করে ফেলেছিল। তাই তার বমি হয়েছিল এবং সেজন্য তার চেহারার উপর মাছির দল ভন্-ভঁন্ করে ভীড় জমাচ্ছিল। হযরত সুলতান ইবরাহীম ইবনে-আদ্‌হাম (রঃ) আসমানের দিকে তাকালেন এবং মনে মনে বললেন, আয় আল্লাহ্, যদিও সে আপনার নাফরমানীর হালতে রয়েছে, কিন্তু আপনার সাথে তার একটা সম্বন্ধ রয়েছে। আর তা হলো, সে আপনার এক বান্দা। মজনূ যদি লায়লার মহব্বতে লায়লার গলির কুকুরকে পর্যন্ত আদর-সোহাগ করতে পারে, তা হলে নাফরমানীতে লিপ্ততা সত্ত্বেও এই লোকটির প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা কি আমার কর্তব্য নয় ? কারণ, সে ত আমার মাওলারই বান্দা, তদুপরি সে একজন মুসলমান।

অতএব, সুলতান নিজ হাতে তার বমি পরিষ্কার করলেন, মুখ ধুয়ে পাক-সাফ করে দিলেন। মুখে ঠাণ্ডা পানি লাগার ফলে তার হুশ ফিরে এসেছে। সে সুলতানকে দেখে অবাক হয়ে বললো, হযরত, আপনি তো বলখের রাজত্ব বিসর্জনকারী বাদশা। আপনার মত এত বড় ওলীআল্লাহ্‌র এখানে কি জন্য আগমন ?

সুলতান বললেন, ভাই, আমি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, তুমি বেহুশ হয়ে পড়ে আছ। আমি তোমার একটু খেদমত করার সুযোগ পেয়েছি। তোমার চেহারা ও মুখ ধুয়ে দিয়েছি এবং তোমার মুখের বমি পরিষ্কার করেছি ।

এই শুনে লোকটি কাঁদতে লাগলো যে, হায়, আমি তো মনে করেছিলাম, আল্লাহ্‌র ওলীরা পাপী লোকদেরকে ঘৃণা করেন। কিন্তু আজ বুঝতে পারলাম, পাপীদের প্রতি আল্লাহ্‌র ওলীদের চেয়ে বেশী দয়া-মায়াশীল, বেশী দরদী আর কেউ হতে পারে না। অতঃপর সে প্রাণের আবেগে আপ্লুত হয়ে বললো, হযরত, আমাকে তওবা করিয়ে দিন। পরন্তু, সে সুলতানের হাত ধরে বলতে লাগলো, আল্লাহ্‌র কসম, আর কখনও আমি মদ পান করবো না। হযরত ইবরাহীম ইবনে-আদহামের হাত ধরে সে তওবা করে নিল। অতঃপর হযরত ইবরাহীম ইবনে-আদহাম কাশ্‌ফের মাধ্যমে অবহিত হলেন যে, তওবা করার সাথে সাথেই তাকে বেলায়েতের বহু উঁচু মাকাম্‌ ও মর্তবা প্রদান করা হয়েছে এবং সমকালীন সমস্ত ওলী-আওলিয়াদের চেয়ে তিনি অগ্রগামী ও অধিক মর্তবা সম্পন্ন হয়ে গেছেন।

হযরত মোল্লা আলী-কারী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত ইবরাহীম ইবনে আদ্‌হাম রাত্রিবেলা স্বপ্নের মধ্যে লোকটিকে অনেক উঁচু মর্যাদায় আসীন দেখতে পান। ফলে তিনি আল্লাহ্‌পাকের নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌ ! লোকেরা কত বড় বড় মোজাহাদা করতেছে, আপনার জন্য কত ভাবে কষ্ট করতেছে, কঠিন হতে কঠিন ত্যাগ স্বীকার করতেছে, তাহাজ্জুদ পড়তেছে, এশ্‌রাক পড়তেছে, তবুও তো তারা এত উঁচু মর্যাদা, এত উচ্চ আসন লাভ করতে পারে নাই। অথচ, মদ্যপ এই লোকটি আজই তওবা করলো, আর আজই তাকে আপনি এত উঁচু মাকাম প্রদান করে দিলেন ? হে আল্লাহ্‌! এর মধ্যে কোন্‌ রহস্য নিহিত ?

আল্লাহ্‌পাক বললেন, হে সুলতান ইবরাহীম ইবনে-আদ্‌হাম! আমার জন্য তুমি রাজত্ব বিসর্জন করেছ, সিংহাসন বিসর্জন করেছ, রাজকীয় আরাম-আয়েশ এবং রাজকীয় মর্যাদা ও সম্মান পরিত্যাগ করে ফকীরী গ্রহণ করেছ। আমার জন্য তুমি নিশাপুরের গুহার মধ্যে দশ বৎসর যাবত এবাদত করেছ। আজ তুমি আমার খাতিরে আমার এক গুনাহ্‌গার বান্দার মুখ ধুয়ে দিয়েছ এবং তার বমি সাফ করেছ।

اَنْتَ غَسَلْتَ وَجْهَهٗ لِاَجْلِىْ

আমার খাতিরে, আমার মহব্বতে তুমি তার চেহারা ও মুখ ধৌত করেছ ; শুধু এই কারণে যে, ঐ পাপীটা 'আমার বান্দা'। গুনাহের প্রতি তোমার ঘৃণা ছিল, কিন্তু আমার সম্বন্ধের কারণে আমার গুণাহ্গার বান্দাকে তুমি ঘৃণা কর নাই। এবং সেই কারণে তুমি এমন একটা শরাবখোরের মুখ ধুয়ে দিয়েছ।

فَغَسَلْتُ قَلْبَهُ لِاَجْلِكَ

হে আমার ইবরাহীম ইবনে-আহ্হাম, আমার খাতিরে তুমি ওর মুখ ধুয়ে দিয়েছ, তাই তোমার খাতিরে আমি ওর দিল্ ধুয়ে দিয়েছি। যার দিল স্বংয় আল্লাহ্ ধুয়ে দেন, কুস্বভাব-কুচরিত্র ও পঙ্কিলতা হতে ঐ দিলের শুধু রোখই পরিবর্তন হয় না, বরং ঐ দিল্ হতে তা সম্পূর্ণ উৎপাটিত ও দূরীভূত হয়ে যায়। (আর পাপের পঙ্ক ও কুস্বভাব-কুচরিত্র হতে মুক্ত দিল্ওয়ালা বান্দাই তো সর্বোচ্চ মর্তবার ওলীআল্লাহ্ হয়ে যায়।)

দ্বীনের সম্মানিত আলেমগণ এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বলেন যে, আল্লাহ্ওয়ালা বান্দাগণ দিবারাত আল্লাহ্র পথে মোজাহাদা করতে থাকেন, মাকছূদ হাসিলের আশায় সর্বদা ত্যাগ, কষ্ট ও মেহনতের মধ্যে কাটান। যে সকল বান্দাগণ এভাবে নিজের জীবনকে আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ্র মহব্বতে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে ফেলেন, তাঁদের সঙ্গে যে থাকে, তাঁদের সঙ্গে যে উঠা বসা রাখে, তাঁদের সঙ্গে যে মহব্বত করে, আল্লাহপাক তার প্রতিও দয়া ও মেহেরবানী করেন। যেমন, মোজাহাদা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা তো ছিল হযরত ইবরাহীম ইবনে-আদহামের, কিন্তু তাঁর এক্রামের (সম্মানের) খাতিরে এক মদ্যপায়ীর প্রতিও আল্লাহ্পাক কত বড় অনুগ্রহ করেছেন।

দেখুন, হযরত ইবরাহীমের পক্ষ হতে এই পাপী লোকটির প্রতি সামান্য একটু দয়া ও নেক নজরের মূল্য আল্লাহ্পাক এই প্রদান করেছেন যে, ঐ লোকটিকে যমানার শ্রেষ্ঠতম ওলীআল্লাহ বানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্পাক তার ওলীদের দয়া ও নেক দৃষ্টির এভাবে মূল্যায়ন করেন। (তাই,আল্লাহ্র ওলীদের দোআ, দয়া, সুধারণা ও সুদৃষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা ভাগ্যবান বান্দাদেরই কাজ।)

ওলীর সোহ্বতের(সম্পর্ক ও সংস্রবের) উপকারিতার একটি দৃষ্টান্ত ঃ

বুযুর্গানেদ্বীনের সোহ্বতের উপকারিতা সম্পর্কে আমার মোর্শেদ মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব অন্য একটি উদাহরণ দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি দশ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি গাড়ী খরিদ করলো। গাড়ী খরিদ করার জন্য তাকে কত মোজাহাদা, কতনা কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। দিনরাত পরিশ্রম করেছে,

মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে। দেহের রক্ত পানি করেছে। এক-টাকা দুই-টাকা করে জমা করে করে বহুদিনে এই অর্থ যোগাড় করেছে। তার পর সে গাড়ী খরিদ করেছে। আপনি শুধু তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন।

বন্ধুত্বের বরকতে কখনও সে আপনাকে ডেকে তার গাড়ীতে বসাবে। বলবে, বন্ধু কোথায় যাচ্ছেন ? আসুন, গাড়ীতে উঠে বসুন। আপনি উঠে গাড়ীতে বসবেন। মেহনত-মোজাহাদা এবং কষ্টকর পরিশ্রম সব তিনি করেছেন। আপনি তো কোন মেহ্নত করেননি। তবুও তিনি আপনাকে ডেকে নিয়ে তাঁর দশ লক্ষ টাকা দামের গাড়ীর মধ্যে কেন বসালেন ? মহব্বত এবং সম্পর্কের কারণে ; দু'জনের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও সংস্রবের কল্যাণে।

বন্ধুগণ, অনুরূপ যারা আল্লাহ্ওয়ালাদের সাথে মহব্বত ও সম্পর্ক রাখে, ঐ আল্লাহ্ওয়ালাদের কোরবাণী ও মোজহাদা সমূহের বরকতে তাদেরকেও আল্লাহ্পাক বেলায়েতের উচ্চ আসনে আসীন করে দেন, বড় ধরনের ওলী বানিয়ে দেন। এটা আল্লাহ্র ওলীদের বরকত যে, সামান্য পরিমাণ মোজাহাদা করলেই তাঁদের সংস্রব ও সম্পর্কের প্রতিফলে অনেক বড় প্রতিদান, অনেক বড় পুরস্কার নসীব হয়ে যায়।

ওলী রূপে মনোনয়নের পর নিজেই তিনি তার মন ও জীবন গড়ে দেন

আর আল্লাহ্পাক যখন তাকে ওলী বানানোর জন্য মনোনীত করেন, তখন তিনি নিজেই তাকে ওলীদের আমল, ওলীদের আখলাক (স্বভাব-চরিত্র), ওলীদের জয্বা-প্রেরণা, ওলীদের মন-মস্তিষ্ক এবং ওলীদের চিন্তা-ফিকির প্রদান করেন। দেখুন, সরকার প্রথমতঃ কাউকে ডিসির পদের জন্য মনোনীত করে। তারপর তাকে ডাকবাংলা দেওয়া হয়, সরকারী গাড়ী দেওয়া হয়, সরকারী পতাকা তার গাড়ীতে লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং তার নিরাপত্তার জন্য পুলিশ নিয়োগ করা হয়।

তদ্রূপ প্রথমতঃ আল্লাহ্পাক আসমানের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, এই বান্দাকে আমি ওলী বানাবো। এই আসমানী নির্বাচনের পর আওলিয়াদের আমল, আওলিয়াদের আখলাক, আওলিয়াদের জযবা, মোনাজাতের স্বাদ (আল্লাহ্র সাথে কথা বলার স্বাদ), সেজদার মজা ও সমস্ত ওলীআল্লাহী নেআমত সমূহ স্বয়ং আল্লাহপাকই তাকে দান করে দেন। তখন সে তার জীবনের সকল কর্মের ভাষায় বলতে থাকে--

نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھکو ذوق عریانی
کوئی کھینچے لئے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو

না আমি কোন দেওয়ানা-আশেক। না আমি প্রেমিকজনের বুঝ-বুদ্ধি, অনুভূতি ও কর্তব্য-অকর্তব্য বুঝি। শুধু এতটুকু অনুভব করি যে, কে যেন আমার কোর্তার গলা (কলার) ধরে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। অর্থাৎ স্বয়ং মাওলাই তাকে মাওলার দিকে টানতে থাকেন, মাওলার পথে চালাতে থাকেন।

নইকো আমি আল্লাহ্প্রেমিক, নাই তো মোর সে-অনুভূতি
কেউ নিয়ে যায় অগ্রে টেনে কলার ধরে দিবারাতি।

ہمہ تن ہستی خوابیدہ مری جاگ اٹھی
ہر بن مو سے مرے اس نے پکارا مجھکو

উঠছে জেগে মোর জীবনের নিদ্রাবিভোর শিরা-শিরা
সর্ব-অঙ্গ প্রিয়-মুখের ডাক শুনিয়া আত্মহারা।

অর্থাৎ আমি তো একেবারেই ঘুমন্ত ছিলাম। গাফেল ছিলাম, বে-খবর ছিলাম। কিন্তু আজ আমাকে আল্লাহ্পাক এমন এক প্রাণ ও জীবন দান করেছেন যে, আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ, প্রতিটি বিন্দু সর্বদা আল্লাহ্র আহবান শ্রবণ করতেছে। আপাদমস্তক আমার গোটা দেহ আল্লাহ্র মর্যী ও আহবানের প্রতি সদা সজাগ, সদা ব্যাকুল, আল্লাহ্র হুকুম তামীলে সদা মশগুল। মোটকথা, যার মনোপ্রাণ ও গোটা দেহ ছিল সম্পূর্ণ মৃত ও গাফেল, মা'বূদের দয়ায় সেই মানুষটিই আজ জীবিত, কর্তব্যরত ও আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিত।

তবে এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে তুলে ধরতেছি। তা হলো এই যে, আল্লাহ্পাক যাকে 'আপন' করতে চান, যারা অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত ও মৃতলাশে পরিণত হবে, ঐসকল ধ্বংসশীল ও মরণশীলদের রূপ-যৌবনের মোহে পড়া হতে তিনি তাদেরকে মুক্ত রাখেন, দূরে সরিয়ে রাখেন। অতএব, যে আল্লাহ্র হতে চায়, তাকে ঐসকল সুন্দর-সুন্দরীদের থেকে দৃষ্টি সংযত করে রাখতে হবে। নিজেকে গুনাহ্ থেকে হেফাযতে রাখতে হবে। মনের নাজায়েয কামনা-বাসনার রক্ত পান করতে হবে। অর্থাৎ অবৈধ কামনা-বাসনাকে পিষে ফেলতে হবে, দাবিয়ে দিতে হবে। যেমন হযরত খাজা সাহেব (রঃ) বলেছেন--

بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں
تری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں

অর্থ ঃ যদিও মনের হাজারো কামনা-বাসনা আমাকে অবাঞ্ছিত পথে পা-বাড়াতে বাধ্য করতে চায়, কিন্তু , হে আল্লাহ্! একমাত্র আপনার খতিরে আমি ঐসব কামনা-বাসনাকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলি।

মনের শত মোহ আমায়
করতে চাহে বশীভূত,
কেবল তোমার তরে খোদা
থাকছি দূরে অবিরত।

এবং যেমন হযরত মাওলানা আছগর গোণ্ডবী রহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন--

ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی
اک گل تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا

জীবনের সাধ তুচ্ছ করে
সয়েছি প্রাণে শুধুই আঘাত,
একটি প্রিয় ফুলের তরে
বিলিয়ে দিয়েছি কানন নাগাদ।

অর্থাৎ ক্ষয়শীল-লয়শীল পুষ্পরাজি, ফোটার পর যা অচিরেই নিস্তেজ, নির্জীব ও বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে যায়, ঐসকল মনোহর ফুলের রূপ-সৌন্দর্য ও বসন্তরূপ আকর্ষণ পরিহার করে চলতে গিয়ে আমি বহু কষ্ট সহ্য করেছি। ফুলের মত সুদর্শন চেহারা সমূহ থেকে দৃষ্টি সংযত রাখার আঘাতে-আঘাতে হৃদয়কে আমি জর্জরিত করেছি। আল্লাহ্‌পাকের ভালবাসা ও নৈকট্যের চির সুন্দর, চির সজীব, অলয়-অক্ষয় ফুলকাননের জন্য ক্ষয়শীল-লয়শীল রূপ-লাবণ্যের বাহ্যিক ফুলবাগানকে আমি অকাতরে বিসর্জন দিয়েছি। বস্তুতঃ এরূপ ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কোরবাণীর বদৌলতেই আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায়, আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

অতএব, যেই ফুল অচিরেই বিবর্ণ ও বিকৃত হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে, ঐসব ফুলের প্রতি, অর্থাৎ ঐসব সুন্দর-সুদর্শন নারী কি বালক-তরুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। এবং চিন্তা কর যে, আজ তো এরূপ দেখা যায়, কিন্তু কাল কিরূপ হবে ? এই রূপ-সৌন্দর্য কতক্ষণ আছে ? তারপর তো সবই বিনাশ হয়ে যাবে। তারপর পরিণাম কি দাঁড়াবে ? বন্ধুগণ, সুন্দর-সুন্দরীদের, প্রেমিক-প্রেমিকাদের পরিতাপজনক কিছু পরিণাম শুনে নাও অধম আখতারের যবানে--

ایسے ویسے لیسے کیسے ہو گئے
کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے
کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی
کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی
ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی
کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی
ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی
نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی

অর্থ ঃ হায়, কিভাবে কি ঘটে গেল। সবকিছুই যে ওলট-পালট হয়ে গেল। বয়সের ভারে কোমর ঝুঁকে একদিন ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেছে এবং নুয়ে নুয়ে হাটতেছে। একজনকে দেখলে মনে হয় কোন নানা মিয়া, আরেক জনকে দেখলে মনে হয় এক নানী সাহেবা। ঘন-কালো চুলগুলি যখন ব্যাপকভাবে সাদা হয়ে গেছে, তখন একজন হয়েছেন দাদাজী, আরেকজন হয়েছেন দাদী সাহেবা। একদিকে রূপ-লাবণ্যময় দেহের ভূগোলে পরিবর্তন এসেছে। অন্যদিকে এত দিনের সেই কদরকারীদের ইতিহাসেও পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। মোড় ঘুরে গেছে। ওদিকের হিষ্ট্রীও শেষ, এদিকের মিষ্টারীও শেষ।

তরুণ-তরুণীদের সাথে ক্ষণস্থায়ী ভালবাসা দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা ও অশান্তির উৎস ঃ

অনেকে বলে থাকে, ভাই, আজ তো সারা রাত একটু ঘুমও আসে নাই। একজনের সাথে ভালবাসা করেছি। বারবার তার কথা মনে পড়েছে। আমি বলি, ভাই, এ হৃদয়ে তুমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুকে কেন স্থান দিয়েছ ? এ হৃদয় তো শুধু আল্লাহ্র জন্য । তাই এ হৃদয়ে অন্য কাউকে স্থান দিলেই অস্বস্তি, অশান্তি ও পেরেশানী তোমাকে ঘিরে ধরবেই। পরী যদি কাউকে পেয়ে বসে, তাহলে পেরেশানী তো হবেই।

ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھونٹے
بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے

অর্থ ঃ অন্যায়-প্রেমে আক্রান্ত লোকেরা সর্বদা এরূপ অস্বস্তি অনুভব করে যেন তাদের হৃদয়ের উপর হাতুড়ী দিয়ে পিটানো হচ্ছে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে খুঁটা ঠোকা

হচ্ছে। নকল প্রেমে আক্রান্ত হওয়ার মজা এই ত উপভোগ করলে ? বস্তুতঃপক্ষে যত লোকই পার্থিব প্রেমে, মেকী ভালবাসায় আক্রান্ত, তারা সকলে একই রিপোর্ট দিচ্ছে যে, দিল্ পেরেশান ও অশান্তিগ্রস্থ।

বন্ধুগণ, আল্লাহ্‌পাক তো এই ঘোষণা দিতেছেন যে, তোমরা শান্তি লাভ করবে একমাত্র আমার স্মরণের দ্বারা--

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অথচ তোমরা আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করে অন্য কারো কাছে শান্তি অর্জন করতে চাও। জীবনদাতা আল্লাহ্ স্বয়ং ঘোষণা দিতেছেন যে, যে ব্যক্তি ঈমান ও তাক্‌ওয়ার সাথে থাকবে, তার যিন্দেগীকে আমি সুন্দর, মধুর ও আরামদায়ক কের দিবো। আর যে ব্যক্তি চোরের মত পাপ করে করে হারাম স্বাদ আস্বাদন করবে, দুনিয়াতেই আমি তার জীবনকে তিতা বানিয়ে দিবো। আর জীবনদাতা আল্লাহ্ নিজেই যদি কারো জীবনকে তিক্ত ও অশান্তিপূর্ণ করে দেন, তাহলে দুনিয়ার স্বাদ-আনন্দের সমস্ত উপকরণাদি একত্রিত হয়েও তাকে শান্তি দিতে পারেনা। তার বিস্বাদ জীবনকে স্বাদময় করে তুলতে পারেনা। তাই বলি, হে বন্ধুগণ--

خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن
ان کے ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ

কবর-ঘরে সুশ্রী দেহ হইবে মাটিবৎ
ওদের মোহে ত্যাগিসনারে প্রিয়নবীর পথ।

সুশ্রী-সুন্দরীরাও মাটির তৈরী, তুমিও মাটির তৈরী। তাই মাটিকে তুমি মাটির জন্য মাটি করে দিওনা। অন্যথায়, মাটি যোগ মাটির ফলও দাঁড়াবে মাটি এবং কিয়ামতে এর কোনই মূল্য থাকবে না। পক্ষান্তরে, এ মাটিকে যদি আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গ করা যায়, তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ্ আমাদের মাটির সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি যোগ হবে। ফলে, কিয়ামতের দিন এই মাটি ছুবহানাল্লাহ্, কত যে দামী হবে।

کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو
جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو

অতএব, হে মানুষ, মূল্যবান এ জীবনকে তুমি কোন মাটির উপর মাটি করে দিওনা। তোমার যৌবনকে তুমি সেই সত্তার জন্য উৎসর্গ করে দাও যিনি তোমাকে যৌবন দান করেছেন।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সমকালীন বুযুর্গানের যবানে কিতাব ও গ্রন্থকারের পরিচয়	৭
আল্লাহ্‌প্রেমের সন্ধানের ভূমিকা	৯
বয়ানের পূর্বে বয়ান	১২
মা'রেফাত ও মহব্বতের একটি কবিতা ও ব্যাখ্যা	১৪
তরীকে-বেলায়েত (ওলীআল্লাহ্ হওয়ার পথ)	১৯
বুযুর্গদের সোহ্‌বতের বরকতে তাক্‌ওয়ার রাস্তা সহজ ও মধুর হয়ে যায়	২২
আল্লাহ্‌র ওলীদের সোহ্‌বত ব্যতীত নিছক মোজাহাদা (মেহনত ও সাধনা) যথেষ্ট নয়	২৪
সাহাবীদের বিশেষ মর্যাদার কারণও সোহ্‌বত	২৫
ওলীআল্লাহ্ হওয়ার তিনটি শর্ত ঃ	২৭
এই ফযল ও রহমত কোথায় পাওয়া যায়?	২৯
বুযুর্গদের সোহ্‌বতের বরকত	৩০
জীবন দিয়েও যদি আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায় তবুও অতি সস্তা দামেই পাওয়া গেল ঃ	৩২
বুযুর্গদের সোহ্‌বতের কারামত বা বিস্ময়কর শক্তি	৩৪
বুযুর্গদের সোহ্‌বতের কারামত (আশ্চর্য ক্রিয়া) সম্পর্কিত ঘটনা	৩৫
প্রথম ঘটনা	৩৫
আল্লাহ্‌র ওলীদের প্রতি দোষারোপ করা বা অভিযোগ করা আল্লাহ্‌র রহমত হতে বঞ্চিত হওয়ার পূর্বাভাস	৩৮
একটি ফেক্‌হী মাছ্‌আলার আলোকে সোহ্‌বতের উপকারীতা প্রমাণ	৩৯
মহব্বতের কারামত (শক্তি) ঃ	৪১
আল্লাহ্‌র ওলীদের কারামতের দ্বিতীয় ঘটনা ঃ	৪১
ওলীর সোহ্‌বতের (সম্পর্ক ও সংস্রবের) উপকারিতার একটি দৃষ্টান্ত ঃ	৪৪
ওলী রূপে মনোনয়নের পর নিজেই তিনি তার মন ও জীবন গড়ে দেন	৪৫
তরুণ-তরুণীদের সাথে ক্ষণস্থায়ী ভালবাসা দুশ্চিতা-দুর্ভাবনা ও অশান্তির উৎস ঃ	৪৮

করিস্না তোর জীবনটারে
মাটি কোন মাটির তরে,
যৌবনদাতার তুষ্টি তরে
বিলাও যৌবন তাহার তরে।

বস্, আমরা যদি তিনটি কাজ করতে পারি তাহলে আমরা সকলেই ওলীআল্লাহ্ হয়ে যেতে পারিঃ

১। আল্লাহ্র ওলীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তাঁদের সাহচর্য লাভ করা।

২। নিয়মিত আল্লাহ্পাকের যিকির করা।

৩। সর্বপ্রকার গুণাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এবং সেজন্য চেষ্টা-তদবীর জারী রাখা।

এখন দোআ করুন যে, হে আল্লাহ্, এই এজ্তেমাকে কবূল করুন। হে আল্লাহ্, যদিও আমরা অনুপযুক্ত, তবু আপনি দয়াপরবশ হয়ে আমাদের সকলকে ধরে-ধরে, টেনে-টেনে, আওলিয়ায়ে-ছিদ্দীকীনের সর্বশেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে দিন। হে আল্লাহ্, এই দোআ আমরা নিজেকে হক্দার বা যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করে করতেছিনা বরং একমাত্র আপনার দয়ার প্রতি ভরসা করে এই নেআমত প্রার্থনা করতেছি। কারণ, আপনি কারীম, আপনি নিঃশর্ত দয়াবান। নালায়েকের প্রতিও আপনি দয়া করে থাকেন।

হে আল্লাহ্! যে সকল পাপাচারে আমরা আক্রান্ত আছি, ঐসকল পাপাচার হতে দয়া করে আমাদেরকে মুক্ত করে দিন। হে আল্লাহ্ ! আমাদেরকে নফ্ছের থাবা ও শয়তানের থাবা থেকে মুক্ত করে, নফ্ছ ও শয়তানের গোলামী থেকে মুক্ত করে শতকরা একশত ভাগ আপনার গোলামী ও আপনার আনুগত্যের যিন্দেগী নসীব করে দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰے
عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

সমাপ্ত

আত্মশুদ্ধি, চরিত্র গঠন, জীবন গঠন ও আল্লাহ্প্রেম অর্জনের অমূল্য উপাদানে সমৃদ্ধ আমাদের কয়েকটি গ্রন্থ

- ⭐ **আত্মার ব্যাধি ও প্রতিকার**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ⭐ **খাযায়েনে কোরআন ও হাদীস (কোরআন ও হাদীসের রত্নভাণ্ডার)**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ⭐ **আল্লাহ্র মহব্বত-এর পরীক্ষিত তিনটি কিতাব**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ⭐ **ক্রোধ দমন নূর অর্জন**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ⭐ **অহংকার ও প্রতিকার**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ⭐ **আল্লাহ্প্রেমের সন্ধানে**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ⭐ **কুদৃষ্টি-কুসম্পর্কের ভয়াবহ ক্ষতি ও প্রতিকার**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ⭐ **মানাযেলে ছুলূক (মাওলাপ্রেমের দিগ্দিগন্ত)**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ⭐ **শান্তিময় পারিবারিক জীবন**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ⭐ **সাম্প্রদায়িক বিভেদ নির্মূল**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ⭐ **আসমানী আকর্ষণ ও আকর্ষিত বান্দাদের ঘটনাবলী**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ⭐ **মা'আরেফে মছনবী**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ⭐ **কুধারণা ও প্রতিকার**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ⭐ **ওলী হওয়ার পঞ্চ বুনিয়াদ**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ⭐ **সীরাতুল আউলিয়া (মাওলাপ্রেমিকদের জীবনধারা)**
  মূল : আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী র.
- ⭐ **শওকে ওয়াতন (আখেরাতের প্রেরণা)**
  মূল : হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র.
- ⭐ **জান্নাতের দুই রাস্তা তাকওয়া ও তওবা**
  আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
মাকতাবা হাকীমুল উম্মত

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৯৫৭৫৪২৮, ০১৯১৪৭৩৫৬১৫

The Bright Design Color

বিষয় .... পৃষ্ঠা

কুদৃষ্টি-কুসম্পর্কের ক্ষতি ও প্রতিকার ৫১
কুদৃষ্টি-কুসম্পর্কের ভয়াবহ ক্ষতির বিবরণ ও অমূল্য উপদেশ ৫৩
এশ্‌কে-মাজাযী বা অসৎ প্রেম হতে মুক্তি লাভের ৬টি কাজ ৬৯
কুদৃষ্টি ও অসৎ প্রেমের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সমূহ ৭১
তওবার নামায ৭১
হাজতের নামায ৭২
নফী-এছবাতের যিকির ৭৩
ইছ্‌মে-যাতের যিকির ৭৩
বিশেষ নিয়মে ইছ্‌মে-যাতের যিকির ৭৩
মোরাকাবায়ে আলাম্ ইয়া'লাম (মোরাকাবায়ে রূইয়ত) ৭৩
মউত ও কবরের মোরাকাবা ৭৪
হাশর-নশরের মোরাকাবা ৭৫
জাহান্নামের আযাবের মোরাকাবা ৭৬
মোরাকাবায়ে এহ্‌ছানাত ৭৮
নজর হেফাযতের আপ্রাণ চেষ্টা ৮০
রূপ-সৌন্দর্য ধ্বংসের মোরাকাবা ৮০
নফ্‌ছের এছলাহের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ব্যবস্থা ৮১
কুদৃষ্টির ক্ষতি ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির মোরাকাবা ৮২
নজর হেফাযতের জন্য মুহীউচ্ছুন্নাহ শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (রঃ)-এর অমূল্য ব্যবস্থাপত্র ৮৩
অসৎ প্রেম দমনের আরো কিছু জরুরী কাজ ৮৪
বিশেষ স্মর্তব্য ৮৬
ওলী হওয়ার চারটি আমল ৮৭
এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি ৮৯
পায়জামা-কোর্তা ইত্যাদি দ্বারা টাখনু না-ঢাকা ৯০
চোখের হেফাযত ৯২
কুদৃষ্টিকারী তিনটি মন্দ নামে আখ্যায়িত ৯৩
অন্তরের হেফাযত ৯৫
উক্ত চারটি গুনাহ্ থেকে বাঁচা সহজ হওয়ার ৪টি আমল ৯৬
বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মেয়েদের ওলী হওয়ার আমল ১০০
ইমামে-আদেল (ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রচালক) সম্পর্কে চমৎকার এল্‌মী ব্যাখ্যা ১০১
বলখের রাজত্বত্যাগী বাদশার মর্যাদা আমরাও কি অর্জন করতে পারি? ১০৩
ছবি হারাম হওয়ার চিত্তাকর্ষক রহস্য ১০৪
এছ্‌লাহে-নফ্‌ছের সহজ নোস্‌খা ১০৫
হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ)-এর ৩টি অতি গুরুত্বপূর্ণ মলফূয ১১২

সমকালীন বুযুর্গানের যবানে
গ্রন্থকারের একটু পরিচয়

আল্লাহপাকের বে-শুমার হাম্‌দ্। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, তাঁহার আছহাবে-কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হুম ও তামাম আওলিয়ায়ে-উম্মতের প্রতি অসংখ্য দুরূদ ও সালাম। অতঃপর আরয এই যে, অত্র কিতাবের ভাষ্যকার মহামান্য ও পরমপ্রিয় মোর্শেদ আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গানেদ্বীনের অন্যতম। চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার বরং চারি তরীকার শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ, প্রায় দেড় হাজার কিতাবের গ্রন্থকার ও ভাষ্যকার, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)এর সিল্‌সিলার আমানত বাহক আরেফীন ও কামেলীনের অন্যতম হিসাবে বিশ্বময় তাঁহার সুখ্যাতি রহিয়াছে।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবীর অতি উচ্চ স্তরের খলীফা হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুলগনী ফুলপুরী (রহ.)এর তিনি খাছ আশেক্ ও খাছ খাদেম ছিলেন। সুদীর্ঘ প্রায় পনের বৎসর কাল তিনি ঐ মহান পরশ-পাথরের ছোহ্‌বতে, তাঁহার প্রেমবিদগ্ধ হৃদয়ের দোআ ও ধোঁয়ার মধ্যে কাটাইয়াছেন। হযরত শাহ্ আবদুলগনী ফুলপুরী (রহ.) বলিতেন ঃ হাকীম আখ্‌তার সর্বদা আমার সঙ্গে এই ভাবে জড়াইয়া থাকে যেভাবে কোন শিশু মায়ের হাত কিংবা আঁচল ধরিয়া সর্বদা তাহার মায়ের সঙ্গে জড়াইয়া থাকে।

যৌবনের প্রারম্ভে তিন বৎসর কাল তিনি সমকালীন ভারতের নক্‌শবন্দিয়া তরীকার সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহ্‌মদ ছাহেব এলাহাবাদী (রহ.)এর ছোহ্‌বতে অতিবাহিত করিয়াছেন। মাওলানা এলাহাবাদী (রহ.) বলিতেন, আখতার, বহুলোকের ছীনায় এল্‌ম ও এরফান থাকে, কিন্তু তাহার যবান থাকে না। আবার অনেকের যবান থাকিলেও এল্‌ম ও এরফানের দৌলত থাকে না। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহপাক তোমার ছীনাকে মারেফাত ও মহব্বতের দৌলত দ্বারা যেমন ধন্য করিয়াছেন, তেমনিভাবে মহব্বত ও মারেফাতবর্ষী যবানও তোমাকে দান করিয়াছেন।

হযরত ফুলপুরীর এন্তেকালের পর তিনি হাকীমুল-উম্মতের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খলীফা, সুন্নতে-রাসূলের বে-মেছাল আশেক. মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)এর হাতে বায়আত হন। অতঃপর একদা তিনি তাঁহাকে পবিত্র কা'বা শরীফ হইতে খেলাফত প্রদান করেন। তাঁহার দোআর বরকতে আল্লাহপাক হযরতের এক কালের নিশ্চল যবানকে এমনিভাবে খুলিয়া দেন যে, বিশ্বের বড় বড় বাগ্মীরাও মহব্বত ও মা'রেফাতের সাগরবর্ষী ঐ যবানের সামনে নিজেদেরকে নিরেট বোবা বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হয়। আল্লাহপাক ঐ জান্ ও যবানকে বিশ্ববাসীর উপর আফিয়তের সহিত দীর্ঘজীবী করুন। আমীন।

হযরত মুহীউচ্ছুন্নাহ বলেন, বড় বড় বুযুর্গানেদ্বীন স্বীয় মাশায়েখের প্রতি কিভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া জান-কোরবান খেদমত করিয়াছেন তাহা আমরা শুধু কানে শুনিয়াছি কিংবা

কিতাবে পড়িয়াছি। মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেবের মধ্যে তাহা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিলাম।

হাকীমুল-উম্মতের বিশিষ্ট খলীফা করাচীর ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব (রহ.) বলেন, আল্লাহ্‌পাক আমার প্রিয়পাত্র মুহ্‌তারাম মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখ্‌তার ছাহেবকে এমন এক রূহানী তাকত্‌ নসীব করিয়াছেন যাহা হৃদয় সমূহকে মস্ত্‌ ও উত্তপ্ত করিয়া দেয়। হাকীকত ও মা'রেফাতের যে এক যওক্‌ ও আকর্ষণ তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান, ইহা তাঁহার বুযুর্গানের ফয়েয-বরকত।

বর্তমান দারুল উলূম দেওবন্দ (ভারত)এর শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা আবদুল হক ছাহেব বলেনঃ আমি হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখ্‌তার ছাহেবের ছাত্রজীবনের সাথী। বাল্যকাল হইতেই মোত্তাকী হিসাবে তাঁহার শোহ্‌রত ও সুপরিচিতি ছিল। ছোট্ট বেলায় যখন তিনি মসজিদে নামায পড়িতেন, লোকেরা গভীর আগ্রহে তাঁহার নামায দেখিতে থাকিত। এরূপ নামায আমি জীবনে আর কোথাও দেখি নাই। তিনি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ।

মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্‌ আবরারুল হক ছাহেব (রঃ)এর বিশিষ্ট খলীফা, বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা ছালাহুদ্দীন ছাহেব (রহ.) একদা বলিতেছিলেন ঃ হযরত হাকীম ছাহেবের ভিতর হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব মুহাজিরে-মক্কী (রহ.)এর আখলাকের প্রভাব বেশী।

হাকীমুল-ইছলাম হযরত মাওলানা কারী তাইয়েব ছাহেব (রহ.)এর বিশিষ্ট খলীফা, সিলেট দরগাহ হযরত শাহ জালাল মাদ্রাসার মোহ্‌তামিম হযরত মাওলানা আকবর আলী ছাহেব (রহ.) একদা আমাদের সম্মুখে হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবকে যমানার শামসুদ্দীন তাবরেযী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী (রহ.)এর খাছ খাদেম ও মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্‌ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান ছাহেব (রহ.) বলেন ঃ আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব হইতেছেন লেছানে-হাকীমুল উম্মত।

বাংলাদেশে তাঁহার খলীফাদের মধ্যে উপমাহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মোহাদ্দেছ হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব (রহ.), ঢাকার বড় কাটরা মাদ্রাসার সাবেক মোহ্‌তামিম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব চাঁনপুরী হুযূর (রহ.), লালবাগ মাদ্রাসার প্রবীণ মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ ছাহেব (ঢাকার হুযূর) (রহ.), পটিয়া মাদ্রাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা নূরুল ইছলাম ছাহেব, কুমিল্লার বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন
খানকাহ্‌ এমদাদিয়া আখতারিয়া, গুলশান-এ-আখতার
৪৪/৬, ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

'আল্লাহ্প্রেমের সন্ধানে'-র ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্পাকের। দুরূদ ও সালাম প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর প্রতি। খুব রহমত বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ ও অনুসারীদের উপর।

অতঃপর আরয, আল্লাহ্প্রেমিকদের যবানে স্বীকৃত 'যমানার রূমী' আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী তিনটি রেছালা তরীকে বেলায়েত, কুদৃষ্টি-কুসম্পর্কের ক্ষতি ও প্রতিকার এবং ওলী হওয়ার চারটি আমল।

তরীকে বেলায়েতের মধ্যে আল্লাহ্র ওলী হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় মোজাহাদা, শর্তাবলী, আল্লাহ্র ওলীদের সংসর্গ-সম্পর্কের বরকত ও কারামত, যাদুময়ী ক্রিয়া ও উপকারিতা এমনিভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হৃদয়-মন বিগলিত, অনুপ্রাণিত ও আল্লাহ্প্রেমে উদ্বেলিত না হয়ে পারে না।

লাহোর মজলিসে ছিয়ানাতুল-মুসলিমীনের উদ্যোগে প্রতিবৎসর জামেআ আশরাফিয়া লাহোরে একটি বার্ষিক দ্বীনী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সমগ্র উপমহাদেশ হতে হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর সিল্সিলার অসংখ্য আশেকীন সমবেত হন। সেমতে ২৩শে জুমাদাল-ঊলা ১৪১৪ হিজরী রোজ শনিবার আছরের পর বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক বয়ান রাখেন। তাতে তিনি ওলীআল্লাহ্ বা আল্লাহ্প্রেমিক হওয়ার জন্য ওলীদের সোহ্বত ও সান্নিধ্যের গুরুত্ব দলীল-প্রমাণ সহকারে তুলে ধরেন। তিনি আরো তুলে ধরেন যে, শরীঅত ও তরীকত একটি অপরটি হতে পৃথক নয় বরং অবিচ্ছেদ্য। পরে আল্লাহ্র মহব্বতের সেই মর্মস্পর্শী বয়ানটি 'তরীকে বেলায়েত' নামে প্রকাশিত হয়।